বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

চতুর্থ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

রচনা ও সংকলন

অধ্যাপক ড. রোমেল আহমেদ

অধ্যাপক মো. শওকত আলী খান

মোঃ জহুরুল হক

সরোজ কুমার সাহা

বিপুল কৃষ্ণ হালদার

মোঃ আব্দুর রহিম

রেজাউল করিম বয়াতী

গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন

ছবি ও অলংকরণ

নাহিদা নিশা

গ্রাফিক্স

মোহাম্মদ ফজলুল কবির

প্রথম মুদ্রণঃ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গকথা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা এবং বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অংশীজনের চাহিদা এবং মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ২০২৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতোমধ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক শিশুদের দেহ ও মনের সুষম বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

চতুর্থ শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সময়ে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণিতে সাধারণত নয় বছরের অধিক বয়সের শিশুরা পাঠ গ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে যেন সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে। চারটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ এবং সমন্বয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, চিত্রশিল্পী এবং ইনডিজাইনারসহ যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়ের নাম		পৃষ্ঠা নম্বর
১	প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ	১
২	ধর্মীয় সম্প্রীতি	৯
৩	ছেলে-মেয়ে সমতা	১৮
৪	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	২৫
৫	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি	৩৫
৬	বাংলাদেশের চিরায়ত সাংস্কৃতিক উৎসব	৪২
৭	এশিয়ার ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য	৪৯
৮	সামাজিক দায়িত্ব ও নাগরিক অধিকার	৫৯
৯	নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি	৭১
১০	আমাদের দেশ	৭৭
১১	বাংলাদেশের জনসংখ্যা	৮৯
১২	শ্রম ও পেশা	৯৫
১৩	অর্থ ও সম্পদ	১০২
১৪	জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা	১০৮
■	শব্দভান্ডার	১১৬

অধ্যায় ১

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ

১ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

ক) উপরের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লিখি।

১. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী?

উত্তর ....

২. সামাজিক পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী?

উত্তর ....

৩. সামাজিক পরিবেশ কীভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল?

উত্তর ....

২০২৬

পরিবেশ আমাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। আমাদের পোশাক-আশাক, খাবার-দাবার, চাল-চলন অনেকটাই পরিবেশ-প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। যেমন: শীতে একটু রোদ পেলে আনন্দ পাই। গরমে রোদ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি। প্রচন্ড গরমে গাছের ছায়ায় শান্তি পাই। গাছপালা তাপমাত্রা কমিয়ে পরিবেশকে সতেজ ও আরামদায়ক করে তোলে। নির্মল বাতাস নেওয়ার জন্য আমরা শহর থেকে দূরের কোনো সবুজে ঘেরা প্রকৃতিতে বেড়াতে যাই। যে যানবাহনে ভ্রমণ করি তা আবার চলে তেল, বিদ্যুৎ বা গ্যাসে। প্রকৃতিই এসব জ্বালানি সরবরাহ করে। তবে জ্বালানির এই মজুদ অফুরন্ত নয়, একদিন শেষ হয়ে যাবে।

সূর্য সকল শক্তির উৎস। আমরা পরিবেশবান্ধব সৌরশক্তি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি। সূর্যের আলো সবুজ উদ্ভিদের খাবার তৈরির অন্যতম উপাদান। আবার এই সবুজ উদ্ভিদই অনেক প্রাণীর খাবার।

উদ্ভিদ জন্মাতে মাটি দরকার। মাটি ছাঁকনির মতো কাজ করে বৃষ্টির পানিকে বিশুদ্ধ করে ভূগর্ভে জমায়। এই পানিই আমরা পান করি। কৃষক এই মাটিতেই ফসল ফলায়। তাঁরা মাটির যত্ন নেন। আবার কীটনাশক ব্যবহার করে মাটি দূষিত করে। আমরা অনেকেই ইট তৈরির জন্য মাটি বিক্রি করি। এতে মাটি নষ্ট হয়। যেখানে-সেখানে পলিথিন ও প্লাস্টিকের জিনিসপত্র ফেলে মাটি নষ্ট করি। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ দিয়ে চিংড়ি চাষ মাটির লবণাক্ততা বাড়ায়। ফলে ফসল উৎপাদন ও বিশুদ্ধ পানির উৎস কমে যাচ্ছে।

হাওড়-বাঁওড়, নদী-নালায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ফলে এসব এলাকায় মৎস্যভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গড়ে ওঠে। মানুষ মাছ ধরে নিজের চাহিদা মেটায় এবং অনেকে তা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। কেউ নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু এসব জলাশয় আজ হুমকির মুখে। ময়লা-আবর্জনা ফেলার কারণে পানিদূষণ উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। একইভাবে নগরায়ণ, প্রযুক্তির উন্নয়ন ইত্যাদির ফলে বেড়ে যায় বায়ুদূষণ। বায়ুদূষণে বাড়ছে রোগ-ব্যাধি, ব্যাহত হচ্ছে ফসল উৎপাদন, কমছে মানুষের স্বাভাবিক আয়ু।

আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, পানি, বাসস্থান, জ্বালানি ইত্যাদির চাহিদা বাড়ছে। নদী দখলের ফলে পরিবর্তিত হচ্ছে নদীর গতিপথ, কৃষি জমির রূপ এবং ধ্বংস হচ্ছে বন। এতে বনের উপর নির্ভরশীল মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। বাড়ি বা আসবাবপত্র তৈরির উপকরণ দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে পাহাড়ের মাটি ও গাছ কাটার ফলে ভূমিধস হচ্ছে। এতে মাটিচাপা পড়ছে ঘরবাড়ি, গৃহপালিত পশু

এমনকি মানুষও। শুধু মানুষ নয়, পাহাড় ও বন ধ্বংসে চরম বিপদে আছে বন্য প্রাণী। আশ্রয় ও খাবারের অভাবে কোনো কোনো প্রাণী পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে। আবার কোনো কোনো প্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার পথে। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য মানুষই দায়ী। তাই পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের সবার সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

খ) উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ে আমরা প্রকৃতির কোন কোন উপাদানের উপর নির্ভরশীল তার একটি তালিকা তৈরি করি।

১. মাটি

২. ....

৩. ....

৪. ....

৫. ....

৬. ....

৭. ....

৮. ....

গ) উপরের তৈরিকৃত তালিকা পর্যালোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

তালিকায় উল্লিখিত উপাদান	আমরা যেভাবে উপকৃত হই	না থাকলে যে সমস্যা হতো
১. মাটি	মাটিতে ফসল ফলাই, মাটি ছাঁকনির মতো কাজ করে পানি বিশুদ্ধ করে	খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকট হতো
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

ঘ) পূর্বের পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে মানুষের কার্যক্রম দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নিচের মাইন্ডম্যাপে লিখি।

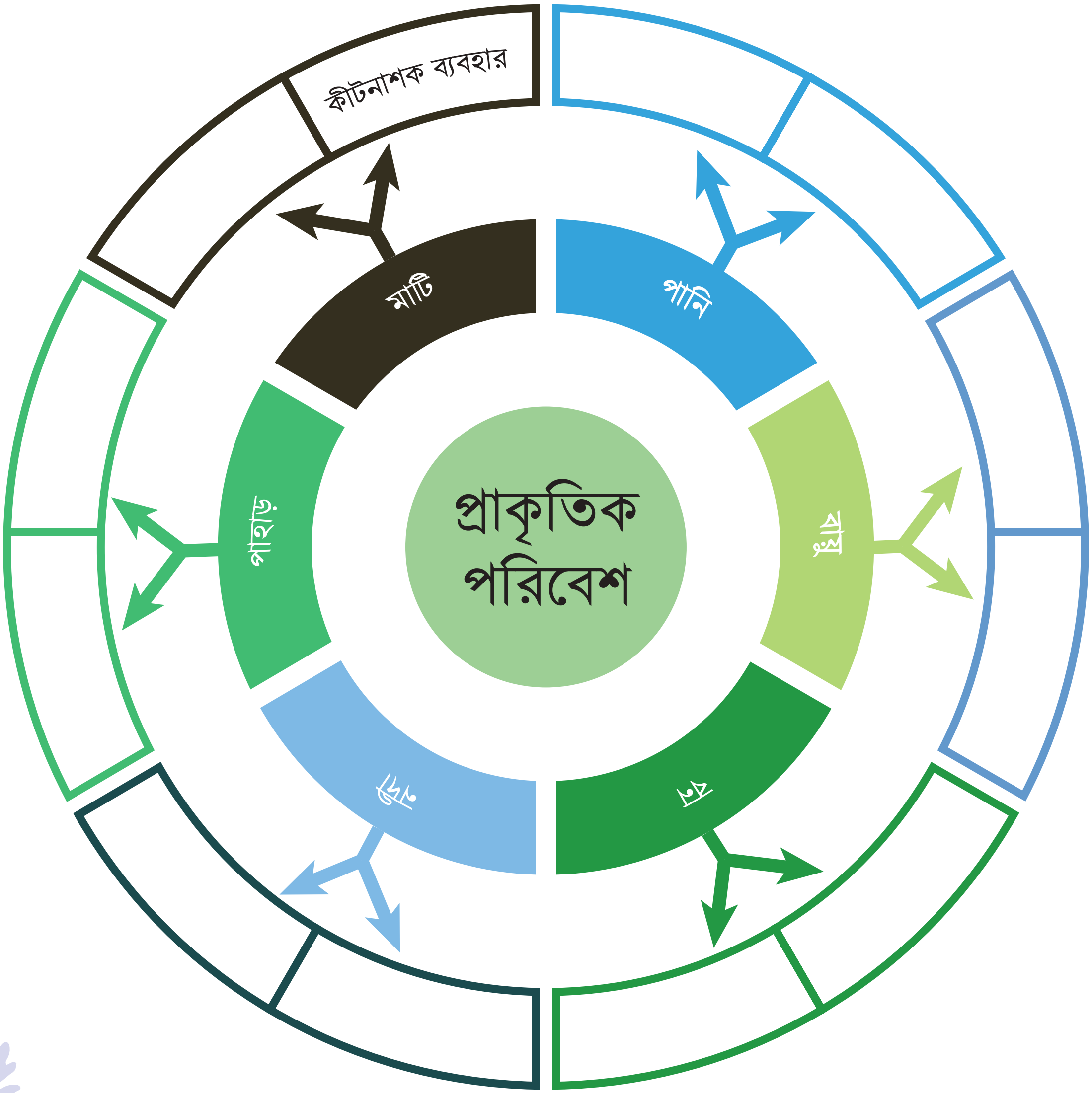

২ পরিবেশ সংরক্ষণ

ছবি-১

ছবি-২

ছবি-৩

ছবি-৪

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

ছবি	কী দূষিত হচ্ছে	কীভাবে দূষিত হচ্ছে
ছবি-১		
ছবি-২		
ছবি-৩		
ছবি-৪		

খ) আমার দেখা আশেপাশের পরিবেশের কী কী উপাদান দূষিত হচ্ছে ও কেন হচ্ছে নিচের ছকে লিখি।

যেসব উপাদান দূষিত হচ্ছে	কেন দূষিত হচ্ছে

গ) নিচের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে পরিবেশ সংরক্ষণে আমি কী করব তা পাশের খালি জায়গায় লিখি।

ছবি	আমার করণীয়

ঘ) বিদ্যালয়ের পরিবেশ সংরক্ষণে সারা বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করি।

সংরক্ষণের ক্ষেত্র	কখন করব	যারা কাজটি করব	সহায়তা কে করবে
বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা	প্রতি সপ্তাহে		
আমাদের শ্রেণিকক্ষ			
বৃক্ষরোপণ			
বাগান করা			

২০২৬

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. নিচের কোনটি পরিবেশকে সতেজ ও আরামদায়ক করে?

ক) যানবাহন খ) হাটবাজার গ) গাছপালা ঘ) ঘরবাড়ি

২. বায়ুদূষণের কারণ কোনটি?

ক) বনায়ন খ) নগরায়ণ গ) ফসল উৎপাদন ঘ) নদী খনন

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১) প্রাকৃতিক জ্বালানির মজুদ ---------- নয়।

২) পাহাড় ও গাছ কাটার ফলে ---------- হয়।

৩) মাটি ছাঁকনির মতো কাজ করে বৃষ্টির পানিকে ---------- করে।

গ. সত্য হলে তার পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে তার পাশে 'মি' লেখো।

১) উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ দিয়ে চিংড়ি চাষ করলে মাটির লবণাক্ততা কমে যায়।

২) প্লাস্টিকের বোতল জলাশয়ে ফেললে পানিদূষণ হয়।

৩) সৌরশক্তি ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

৪) প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ আমাদের কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) আমাদের জীবনে সূর্য কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে?

২) মাটিদূষণের তিনটি কারণ লেখো।

৩) বন ধ্বংসের তিনটি কারণ লেখো।

৪) আমাদের অর্থনীতিতে পানিসম্পদের তিনটি গুরুত্ব লেখো।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১) প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ কীভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল?

২) প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে তোমরা কী কী ভূমিকা পালন করবে তা লেখো।

অধ্যায় ২

ধর্মীয় সম্প্রীতি

১ ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রীতি

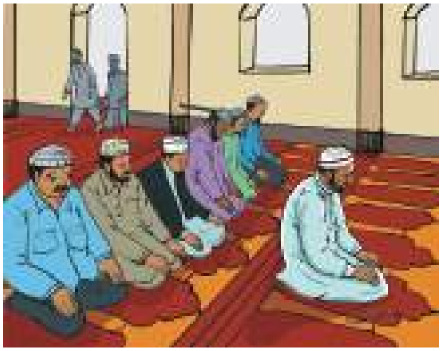

ছবি-১

ছবি-২

ছবি-৩

ছবি-৪

ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে অভিজ্ঞতার আলোকে কোন ছবি কোন ধর্মের তা নিচের শূন্যস্থানগুলোতে লিখি।

ছবি-১

ছবি-২

ছবি-৩

ছবি-৪

শালনা বাজারে ইকবাল, গোবিন্দ, রোজারিও এবং শ্যামল বড়ুয়া ছোটোখাটো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা চার বন্ধু মিলে সমাজে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ করে থাকেন। এবার পবিত্র রমজান মাসে অসহায় মানুষদের পাঁচ টাকায় ইফতারি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ইকবাল বলেন, 'এ কাজের মাধ্যমে সমাজে অসহায়দের প্রতি মমত্ববোধ জেগে ওঠে। আমরা এই কাজের মাধ্যমে সম্প্রীতি ও সহনশীলতার বার্তা দিতে চাই।' গোবিন্দ বলেন, 'সব ধর্মেই তো মানুষের সেবার কথা বলা হয়েছে। সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এই উদ্যোগে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে ভালো লাগছে।' রোজারিও বলেন, 'যেকেনো ভালো কাজে শামিল হতে পারাটাই ভাগ্যের ব্যাপার। মানবসেবাই বড়ো সেবা।' শ্যামল বড়ুয়া বলেন, 'এসব কাজের মাধ্যমে সবার মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মীয় সম্প্রীতি খুবই প্রয়োজন।' এলাকার দিনমজুর রহমত আলী পাঁচ টাকায় ইফতারি পেয়ে অনেক খুশি। চার বন্ধুর এমন প্রশংসিত উদ্যোগ এলাকায় ব্যাপক সাড়া জাগায়।

খ) উপরের গল্পটি পড়ে ধর্মীয় সম্প্রীতির গুরুত্ব সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখি।

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

গ) নিচের বাক্যগুলো পড়ি, একমত হলে পাশে টিক(√) চিহ্ন দিই এবং একমত না হলে আমার মতামত লিখি।

বিবৃতি	√	মতামত
১. ধর্মীয় সম্প্রীতির মাধ্যমে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।		
২. ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না।		
৩. ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সহাবস্থানের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন হয়।		
৪. ধর্মীয় সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়।		
৫. সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলতে ধর্মীয় সম্প্রীতি গুরুত্বপূর্ণ নয়।		

সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। কেউ আমাদের প্রতিবেশী, কেউবা সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধব। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সকলের সাথে ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য রিদিশা, তিশা, রূপা, আরিশা, আকাশ, কুসুম, রেহান, ইহান ও এন্থোনি নিম্নলিখিত কাজগুলো করে থাকে।

আমরা একে অন্যকে সহযোগিতা করি — রিদিশা ও তিশা

সামাজিক অনুষ্ঠানে অন্যদের আমন্ত্রণ জানাই — রূপা

আমি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি — আরিশা

আমি বিপদে-আপদে সাহায্য করি — আকাশ

আমি কারো ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে বিদ্রুপ করি না — কুসুম

আমি সমাজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি — রেহান

আমি সকলের সাথে মিলেমিশে থাকি — ইহান

আমি সব সময় প্রতিবেশীর খোঁজখবর নিই — এন্থোনি

ঘ) উপরের বিবৃতিগুলো পড়ে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় আমি কী করব তার তালিকা তৈরি করি।

ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় আমি যা করব

- সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করব
-
-
-

২০২৬

২ বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও সম্প্রীতিমূলক আচরণ

ছবি-১

ছবি-২

ছবি-৩

ছবি-৪

ক) উপরের ছবিগুলো দেখি এবং ধর্মীয় উৎসবের নাম লিখি।

১) হেলাল ও বেলাল দুই বন্ধু। আজ তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর। ঈদের দিন খুশির দিন। তারা ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। খাওয়া-দাওয়া করে তারা দল বেঁধে আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। ঈদুল ফিতরের মতো ঈদুল আজহাতেও তারা আনন্দে মেতে ওঠে।

২) অরণ্য আর বন্যা দুই ভাই-বোন। তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। তারা মা-বাবার সাথে মন্দিরে পূজা করে। সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। এসময় প্রসাদ হিসেবে বিভিন্ন রকমের মিষ্টি, ফল ও নাড়ু খায়। প্রতিবেশী ছেলে-মেয়েদের সাথে নানা ধরনের খেলা ও আনন্দ করে। এ ছাড়াও লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজাতে তারা নানা আয়োজনে মেতে ওঠে।

৩) শ্যামল ও সুবোধ সহপাঠী। বুদ্ধপূর্ণিমা তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উদযাপিত হয় বুদ্ধপূর্ণিমা। তারা প্যাগোডায় বুদ্ধের বন্দনা করে। এই দিনে প্রদীপ জ্বালিয়ে ও ফুলের মালা দিয়ে প্যাগোডা সাজিয়ে তোলে। বৌদ্ধ বিহারের মেলায় তারা আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। এছাড়া মধুপূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা বৌদ্ধদের অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব।

৪) সিনথিয়া আর এন্থোনি দুজন প্রতিবেশী। তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী। ২৫ ডিসেম্বর বড়োদিন তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। খ্রিষ্ট ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিষ্ট এই দিন জন্মগ্রহণ করেন। বড়োদিন উপলক্ষ্যে ফুল, নানা রঙের বেলুন, রঙিন কাগজ আর জরি দিয়ে গির্জা সাজাতে তারা সহায়তা করে। বড়োদিনের অনুষ্ঠানে একে অপরকে বিভিন্ন উপহার দেয়, কার্ড বিতরণ করে। বড়োদিনে 'ক্রিসমাস ট্রি' আলোকসজ্জায় সাজানো হয়।

খ) উপরের বিবরণগুলো পড়ে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের বিশেষ দিকগুলো নিচের তালিকায় লিখি।

অনুচ্ছেদ নম্বর	ধর্মীয় উৎসবের বিশেষ দিক
১.	- ঈদুল ফিতর মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব
	-
	-

অনুচ্ছেদ নম্বর	ধর্মীয় উৎসবের বিশেষ দিক
২.	- দুর্গাপূজা হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব
	-
	-

অনুচ্ছেদ নম্বর	ধর্মীয় উৎসবের বিশেষ দিক
৩.	- বুদ্ধপূর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব
	-
	-

অনুচ্ছেদ নম্বর	ধর্মীয় উৎসবের বিশেষ দিক
৪.	- বড়োদিন বা ২৫ ডিসেম্বর খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব
	-
	-

এখন আজান হবে; তাই ঢাক-ঢোল বাজানো বন্ধ রাখি

কার্তিক

এই রাস্তা দিয়ে রথযাত্রা হবে; চলো রাস্তা ফাঁকা করি

আলম

বড়ো দিনের অনুষ্ঠানে গিয়ে সান্তাক্লজের কাছ থেকে সুন্দর উপহার পেয়ে খুব খুশি হয়েছি

দীপা

আশ্বিনী পূর্ণিমায় সুমেধের বাড়িতে ফানুস ওড়ানো দেখে অনেক আনন্দ পেয়েছি

মারিয়া

গ) পূর্বের পৃষ্ঠার কার্তিক, আলম, দীপা ও মারিয়ার কথার আলোকে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধর্মীয় সম্প্রীতির উপর একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

একই পাড়ায় বসবাস করেন জমির মিয়া ও কমল দে। প্রতিবেশী হিসেবে মিলেমিশে থাকার সুনাম রয়েছে তাঁদের। দুটি পরিবারের লোকজনের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু পরিবার দুটির মধ্যে সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধন গড়ে উঠেছে। তাঁরা একে অপরকে খুবই সম্মান করেন। একে অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করেন। কারও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে কখনো কোনো বিতর্ক করেন না। একে অপরের সুখে আনন্দ অনুভব করেন আর দুঃখে সহমর্মী হন। কেউ বিপদে পড়লে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন। একে অপরের ধর্মীয় কাজে সহনশীল হন। নিরাপদ ও শান্তিতে যার যার ধর্মাচার পালন করে থাকেন। তাঁরা মিলেমিশে বসবাস করেন। এ যেন অনুকরণীয় এক বন্ধু প্রতিবেশী।

ঘ) উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ি এবং নিজ জীবনে এই গুণাবলি কীভাবে প্রয়োগ করতে চাই তা নিচের ছকে লিখি।

ক্রমিক	প্রতিবেশীর সাথে ধর্মীয় সম্প্রীতি যেভাবে রক্ষা করব
১.	প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকব
২.	
৩.	
৪.	

২০২৬

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে কী গড়ে ওঠে?

ক) অবকাঠামো
খ) আর্থিক সম্পর্ক
গ) আত্মীয়তার সম্পর্ক
ঘ) ধর্মীয় সম্প্রীতি

২. গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কোনটি উদ্‌যাপিত হয়?

ক) মধুপূর্ণিমা
খ) প্রবারণা পূর্ণিমা
গ) বুদ্ধপূর্ণিমা
ঘ) আশ্বিনী পূর্ণিমা

খ. সত্য হলে তার পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে তার পাশে 'মি' লেখো।

১. ধর্মীয় সম্প্রীতির মাধ্যমে পারস্পরিক বৈরী সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

২. ধর্ম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

৩. কারো ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে বিদ্রুপ করা উচিত নয়।

৪. ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সহাবস্থানের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন হয়।

গ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্মীয় উৎসব	মাঘী পূর্ণিমা
হিন্দু ধর্মের প্রধান ধর্মীয় উৎসব	বুদ্ধপূর্ণিমা
বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান ধর্মীয় উৎসব	ঈদুল ফিতর
খ্রিষ্ট ধর্মের প্রধান ধর্মীয় উৎসব	দুর্গাপুজা
	শবে কদর
	বড়োদিন

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) আমাদের সমাজের প্রচলিত ধর্মগুলোর নাম লেখো।

২) নিজ ধর্মের ধর্মীয় উৎসবগুলোর নাম লেখো।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় তুমি কী করবে তার তালিকা তৈরি করো।

২. ভিন্ন ধর্মের প্রতিবেশীর সাথে তুমি কী ধরনের আচরণ করবে তা বর্ণনা করো।

৩. তুমি কেন ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করবে তা ব্যাখ্যা করো।

৪. তোমার ধর্মের একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব কীভাবে উদ্‌যাপন করো তা লেখো।

অধ্যায় ৩

ছেলে-মেয়ে সমতা

১ ছেলে-মেয়ে অসমতার ক্ষেত্র ও প্রভাব

ছবি-১

ছবি-২

ক) ছবি দুটি পর্যবেক্ষণ করে ভাই-বোনের কাজের মধ্যে কোনটিতে সমতা ও কোনটিতে অসমতা রয়েছে তা চিহ্নিত করে লিখি।

ছবি-১	ছবি-২
....	....

আমরা সবাই মানুষ। সমাজের বিভিন্ন কাজে আমরা সকলেই অংশগ্রহণ করি। পারিবারিক কাজে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই সমান অংশগ্রহণ করে। পরিবারে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে কোনো বিভেদ করা হয় না। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও একইভাবে ছেলে ও মেয়ে সমান গুরুত্ব পায়। পরিবারে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এভাবে বিভিন্ন কাজে সমান অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধাই ছেলে-মেয়ের সমতা। আর অংশগ্রহণের সমান সুযোগ না থাকলে তা হলো অসমতা।

খ) পরিবার ও সমাজে ছেলে-মেয়ের মধ্যে কী কী অসমতা দেখেছি তা নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে লিখি।

আরিশা — লেখাপড়ার ক্ষেত্রে ভাইয়ার চেয়ে মা আমার প্রতি কম আগ্রহ দেখান

দিপা — মা ভাইয়ার চেয়ে আমাকে খাবার পরিমাণে কম দেন

আশিক — বাড়ির পাশের মাঠে আমাকে খেলতে দিলেও বোনকে খেলতে দেন না

আকাশ — পরিবারে কোনো কাজে আপুর চেয়ে আমার মতামতকেই বাবা বেশি গুরুত্ব দেন

রমজান — আমার মা ও বাবা একই কাজ করলেও মা কম মজুরি পান

রহিমা — মাকে দাদু চাকরি করতে দেননি

গ) উপরের বিবৃতিগুলো পড়ে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে ছেলে-মেয়ের অসমতার ক্ষেত্রগুলো খুঁজে বের করি ও মাইন্ডম্যাপ সম্পূর্ণ করি।

রুবিনা রুবেলের ছোটো বোন। রুবিনাকে ঘর পরিষ্কার, রান্না ও অন্যান্য কাজে মাকে সহায়তা করতে হয়। এজন্য আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও রুবিনা পড়াশোনার সুযোগ কম পায়। ফলে সে পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকে। বাবা রুবেলের পড়াশোনার জন্য যথেষ্ট টাকা ব্যয় করেন। মেয়ের পড়াশোনার ক্ষেত্রে তার অনীহা । মা ছেলেকে বেশি বেশি খাবার দেন। বাবা ও ভাইয়ের খাওয়ার পর যা থাকে তা মা-মেয়ে খায়। মা-মেয়ে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। রুবেলকে বাড়িতে তেমন কোনো কাজ করতে হয় না। বিকেলে বন্ধুদের সাথে খেলতে যায়। একসময় মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব আসে। তাঁরা অল্প বয়সে রুবিনাকে বিয়ে দিয়ে দেন। পরিবারের এরূপ আচরণের ফলে রুবিনার সব আশা অপূর্ণ রয়ে গেল। রুবেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তাকে নিয়ে মা-বাবার অনেক গর্ব।

ঘ) উপরের ঘটনাটি পড়ি। সমাজ ও পারিবারিক জীবনে ছেলে-মেয়ে অসমতার প্রভাব সম্পর্কে নিচের ছকে লিখি।

ছেলে-মেয়ে অসমতার ক্ষেত্র	ছেলে-মেয়ে অসমতার প্রভাব
ক) খাদ্য	- পুষ্টিহীনতা -
খ) শিক্ষা	- -
গ) ঘরের কাজ	- -
ঘ) খেলাধুলা	- -

২ ছেলে-মেয়ে সমতাভিত্তিক আচরণ

ক) ছবিগুলো দেখি এবং ছেলে-মেয়ে কী ধরনের সমতাভিত্তিক আচরণ করছে তা পাশের খালি ঘরে লিখি।

খ) আমার দেখা পরিবার ও সমাজে ছেলে-মেয়ে সমতাভিত্তিক আচরণ নিচের ছকে লিখি।

পরিবার	১. বাড়িতে বাবা রান্নার কাজে মাকে সহায়তা করেন
	২.
	৩.

সমাজ	১. কৃষিকাজে নারী ও পুরুষ একসাথে কাজ করেন
	২.
	৩.

১. ক্লাসে ছেলে-মেয়ে মিলে দলগত কাজ করি

২. বিদ্যালয়ের মাঠে ছেলেরা খেলার সময় মেয়েদের খেলতে দেওয়া হয় না

৩. শিক্ষক ক্লাসে ছেলে ও মেয়েদের সমানভাবে প্রশ্নের উত্তর বলতে দেন

৪. শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে ছেলে ও মেয়ে একসাথে কাজ করি

৫. বিদ্যালয়ের বনভোজনের খাবার নির্বাচনে ছেলেদের মতকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়

৬. বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান পালনে ছেলে ও মেয়ে সবাই মিলেমিশে দায়িত্ব পালন করি

৭. ফুলের বাগান তৈরিতে ছেলে ও মেয়ে একসাথে কাজ করি

৮. শিক্ষক সব সময় মেয়েদের ছেলেদের পিছনে বসতে বলেন

৯. ক্লাস ক্যাপ্টেন নির্বাচনে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই সমান সুযোগ দেওয়া হয়

গ) উপরের বিবৃতিগুলো পড়ে ছেলে-মেয়ে সমতাভিত্তিক ও অসমতাভিত্তিক আচরণগুলো চিহ্নিত করে ছকে নম্বর লিখে শ্রেণিকরণ করি।

সমতাভিত্তিক আচরণের নম্বর	অসমতাভিত্তিক আচরণের নম্বর

আকমল সাহেব ও মরিয়ম বেগমের দুই সন্তান। সৌরভ ও সাবিহা। মা-বাবার মতামত ও আদর্শে নিরাপদে তারা বেড়ে উঠছে। মা-বাবা তাঁদের পুত্র-কন্যার বিষয়ে সমান সচেতন। সন্তানদের খাবারের ব্যাপারে মা কাউকে কোনো পার্থক্য করেন না। সৌরভকে আজ মাছের বড়ো টুকরো দিলে অন্যদিন সাবিহাকে দেন। লেখাপড়ার বিষয়ে দুজনের প্রতি সমান সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করেন। বিশেষ দিনে খাবার কী কী হবে তা ওদের মা-বাবা আলোচনা করে ঠিক করেন। কোথাও বেড়াতে গেলে বা কোনো অনুষ্ঠানে উপহার কিনতে পরিবারের সকলের মতামত নেন। বাবা বাজার থেকে সৌরভ ও সাবিহার জন্য ওদের পছন্দমতো পোশাক ক্রয় করেন। সৌরভ তার ছোটো বোনকে সাথে নিয়ে বাড়ির নানা কাজ করে। আবার একসাথে খেলাধুলা করে। কোনো কোনো দিন বোনকে নিয়ে ঘুরতে যায়। আকমল সাহেব পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেন।

ঘ) উপরের ঘটনাটি পড়ি এবং এর আলোকে আমি আমার পরিবারে সকলের প্রতি সমতাপূর্ণ যে আচরণ করব তা চিন্তা করে নিচের ছক পূরণ করি।

ক্রমিক	ছেলে-মেয়ে সমতাভিত্তিক যে আচরণ করব
১.	বাড়িতে রান্নার কাজে মাকে সাহায্য করব
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

অনুশীলনী

ক. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১) বিভিন্ন কাজে সমান অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধাই ছেলে-মেয়ের ---------- ।

২) কৃষিতে নারী ও পুরুষ উভয়েরই কাজ করার সমান ---------- রয়েছে।

৩) আমরা বাড়িতে মাকে ঘরের কাজে ---------- করব।

খ. সত্য হলে তার পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে তার পাশে 'মি' লেখো।

১) পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

২) একই কাজে নারী পুরুষকে সমান মজুরি দিলে সমতাভিত্তিক আচরণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩) ক্লাস ক্যাপ্টেন নির্বাচনে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

৪) কোনো কাজে ছেলে-মেয়ে একই সাথে অংশগ্রহণ করলে পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়।

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) ছেলে-মেয়ের অসমতার তিনটি ক্ষেত্রের নাম লেখো।

২) পরিবার ও সমাজে কীভাবে ছেলে-মেয়ের অসমতা গড়ে ওঠে ?

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১) ছেলে-মেয়ের অসমতার প্রভাবগুলো লেখো।

২) পরিবারে ছেলে ও মেয়ে সমতাভিত্তিক আচরণ প্রতিষ্ঠায় তোমার করণীয় বর্ণনা করো।

অধ্যায় ৪

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

১ চাকমা

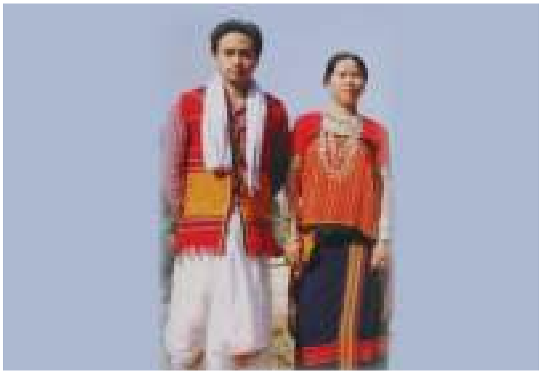

১. ছবির মানুষেরা কোন নৃগোষ্ঠীর?

----

২. ছবিতে নারী কী কী পোশাক পরেছেন?

----

৩. ছবিতে পুরুষ কী কী পোশাক পরেছেন?

----

১. বাংলাদেশের কোথায় এ ধরনের ঘর দেখা যায়?

----

২. এখানে কোন নৃগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে?

----

১. ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?

----

২. এ উৎসবের নাম কী?

ক) ছবিগুলো দেখি এবং ছবির পাশের ঘরে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

২০২৬

বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করছে। তাদের রয়েছে নিজস্ব জীবনধারা ও সংস্কৃতি। তাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় করেছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা বেশির ভাগ বাস করে রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি অঞ্চলে। চাকমাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে। তাদের ভাষার নাম 'চাঙমা'। তাদের নিজের ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্ম আছে। চাকমাদের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। পুরুষরাই পরিবারের প্রধান এবং সম্পত্তির অধিকারী। তাদের প্রতিটি গ্রামে একজন করে গ্রামপ্রধান থাকেন। গ্রামপ্রধানকে 'কারবারি' বলে। তাদের নিজেদের রাজা আছে। চাকমারা কাঠ ও বাঁশ দিয়ে মাচার ওপর ঘর তৈরি করে। তারা 'জুম' পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করে। চাকমা জনগোষ্ঠী প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের একটি ধর্মীয় উৎসব হলো 'কঠিন চীবর দান'। চাকমাদের প্রধান সামাজিক উৎসব হচ্ছে 'বিজু'। উৎসবের সময় তারা বাড়িঘর ফুল দিয়ে সাজায়। চাকমাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত, মাছ, মাংস ও সবজি। তারা সিদ্ধ শাকসবজি বেশি খেতে ভালোবাসে। চাকমারা নিজেদের কাপড় কোমর-তাঁতে বোনে। চাকমা মেয়েরা কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত একধরনের কাপড় পরে যাকে 'পিনোন' বলা হয়। শরীরের উপরের অংশে যে ওড়না, পরে তাকে 'খাদি' বলা হয়। চাকমা পুরুষেরা সাধারণত নিচের অংশে ধুতি বা লুঙ্গি আর উপরের অংশে পরে সিলুম। চাকমাদের সংস্কৃতির সাথে বাঙালি সংস্কৃতির মিল ও অমিল রয়েছে। আমরা চাকমা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানব। সামাজিক সম্পর্ক বজায় রেখে একত্রে বসবাস করব।

খ) উপরের অনুচ্ছেদ থেকে চাকমাদের প্রধান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করে লিখি।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	ভাষা	
	প্রধান ধর্ম	
	পোশাক	
	খাদ্য	
	চাষাবাদ পদ্ধতি	
	উৎসব	

গ) চাকমা ও বাঙালিদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিচের ছকে লিখি।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	বাঙালি	চাকমা
ভাষা	বাংলা	চাঙমা
পোশাক		
খাদ্য		
উৎসব		

ঘ) চাকমা নৃগোষ্ঠী ও বাঙালি একে অপরের প্রতি আমরা যেভাবে শ্রদ্ধা পোষণ করব, সে সম্পর্কে দুটি বাক্য লিখি।

....

....

২০২৬

২ মারমা

১. ছবির মানুষেরা কোন নৃগোষ্ঠীর?

----

২. ছবিতে নারী কী কী পোশাক পরেছেন?

----

৩. ছবিতে পুরুষ কী কী পোশাক পরেছেন?

----

১. এ ধরনের ঘর বাংলাদেশের কোথায় দেখা যায়?

----

২. এখানে কারা বসবাস করে?

----

১. এটি কীসের ছবি?

----

২. এ উৎসবের নাম কী?

ক) ছবিগুলো দেখি এবং ছবির পাশের ঘরে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

চাকমা নৃগোষ্ঠীর পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মারমা। বেশির ভাগ মারমা নৃগোষ্ঠী বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি এলাকায় বসবাস করে। মারমাদের নিজেদের ভাষা আছে। তাদের ভাষার নাম 'মারমা' ভাষা। এই ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে। মারমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয়ে সমান অধিকার ভোগ করে। মারমাদের নিজস্ব রাজা আছে। এছাড়া প্রতিটি গ্রামে গ্রামপ্রধান রয়েছেন। এ গোষ্ঠী মাচার উপর ঘর তৈরি করে। তারা 'জুম' চাষ করে। এছাড়া তারা বনায়ন, সমতল ভূমিতে চাষাবাদ ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা মূলত বৌদ্ধ ধর্ম অনুসরণ করে। বৈশাখী পূর্ণিমাকে তারা অতি পবিত্র মনে করে। প্রতিমাসে তারা অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে। মারমাদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস ও সবজি। মারমা জনগোষ্ঠী ভাতের সাথে নানা ধরনের সবজি সিদ্ধ করে খেতে পছন্দ করে। তারা রান্না ও ভর্তা তৈরিতে 'নাপ্পি' ব্যবহার করে। মারমা ছেলে-মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম 'থামি' ও 'আঙ্গি' । মারমাদের প্রধান সামাজিক উৎসব হচ্ছে 'সাংগ্রাই'। এই সময় তারা একে অপরের প্রতি মৈত্রী পানি বর্ষণ করে। সময়ের সাথে তাদের জীবনযাপনে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আমরা মারমাদের সম্পর্কে জানব এবং তাদের সাথে মিলেমিশে চলব।

খ) উপরের অনুচ্ছেদ পড়ি এবং মারমাদের প্রধান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করে লিখি।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	ভাষা	
	প্রধান ধর্ম	
	পোশাক	
	খাদ্য	
	চাষাবাদ পদ্ধতি	
	উৎসব	

গ) নিচের ছকে মারমা ও চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করি।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	চাকমা	মারমা
ভাষা	চাঙমা	মারমা
ধর্ম		
পোশাক		
খাবার		
উৎসব		

ঘ) আমার প্রতিবেশী একটি মারমা নৃগোষ্ঠীর পরিবার, এক্ষেত্রে আমি আমার প্রতিবেশীর সাথে কর্তব্য পালনে কী করব সে সম্পর্কে দুটি বাক্য লিখি।

....

....

৩. মণিপুরি

১. এ ছবিতে কী করা হচ্ছে?

২. এ নৃগোষ্ঠীর নাম কী?

১. এ ধরনের ঘর কারা তৈরি করে?

২. তারা বসবাস করে এমন একটা জেলার নাম লেখো।

১. এখানে কী করা হচ্ছে?

২. যারা কাপড় বোনেন তাদের কী বলে?

ক) ছবিগুলো দেখি এবং ছবির পাশের ঘরে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

২০২৬

মণিপুরি নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলায় বসবাস করে। মণিপুরি নৃগোষ্ঠী দুটি ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত; বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ও মৈতৈ মণিপুরি। মণিপুরিদের বাড়িঘর বাঁশ, ইট বা টিনের তৈরি। মণিপুরিরা মূলত কৃষিজীবী ও তাঁতি। মণিপুরিরা বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী। তারা হিন্দু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করে। তবে বাংলাদেশে বসবাসরত পাঙাল মণিপুরিরা ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করে। মণিপুরিদের প্রধান খাবার ভাত, মাছ ও সবজি। তারা কোনো প্রকার মাংস খায় না। তাদের একটি প্রিয় খাবারের নাম 'সিঞ্জিদা' যা নানা ধরনের সবজি দিয়ে তৈরি করা হয়। তাদের প্রয়োজনীয় পোশাকসহ অনেক জিনিস নিজেরাই তৈরি করে। মণিপুরি মেয়েরা 'লাহিং' (একধরনের ঘাগরা-জাতীয় পোশাক) 'আহিং' (ব্লাউজ) ও ওড়না পরে। ছেলেরা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরে। মণিপুরিদের নানা ধরনের উৎসব আছে। যেমন– রথযাত্রা, দোলযাত্রা, চৈত্রসংক্রান্তি, রাসপূর্ণিমা ইত্যাদি। তারা খুব উৎসবপ্রিয়। তাদের নিকট নৃত্য খুবই পবিত্র বিষয়। আমরা মণিপুরিদের জীবনধারা সম্পর্কে জানব এবং তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বসবাস করব।

খ) উপরের অনুচ্ছেদ পড়ি এবং মণিপুরিদের প্রধান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করে ছক পূরণ করি।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	বিবরণ
ভাষা	বিষ্ণুপ্রিয়া, মৈতৈ
ধর্ম	
পোশাক	
খাবার	
উৎসব	

গ) নিচের ছকে মারমা ও মণিপুরি নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করে লিখি।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	মারমা	মণিপুরি
ভাষা	মারমা	বিষ্ণুপ্রিয়া, মৈতৈ
প্রধান ধর্ম		
পোশাক		
খাবার		
উৎসব		

ঘ) মণিপুরি নৃগোষ্ঠী ও বাঙালি একে অপরের প্রতি আমরা যেভাবে শ্রদ্ধা পোষণ করব সে সম্পর্কে দুটি বাক্য লিখি।

....

....

৪ ত্রিপুরা

১. ছবির মানুষেরা কোন নৃগোষ্ঠীর?

----

২. ছবিতে নারী কী পোশাক পরেছেন?

----

৩. ছবিতে পুরুষ কী পোশাক পরেছেন?

----

১. এ ধরনের ঘর বাংলাদেশের কোথায় দেখা যায়?

----

২. এ ধরনের ঘরে কারা বসবাস করে?

----

১. এটি কীসের ছবি?

----

২. উৎসবটির নাম কী?

ক) ছবিগুলো দেখি এবং ছবির পাশের ঘরে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

পার্বত্য অঞ্চলে আরেকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম ত্রিপুরা। ত্রিপুরাদের ভাষার নাম ককবরক। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সমাজে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। দলকে তারা দফা বলে। তাদের মোট ৩৬টি দফা আছে। এর মধ্যে ১৬টি বাংলাদেশে ও ২০টি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে। ত্রিপুরারা স্থানীয় উপকরণ বাঁশ, গাছ, ছন, বেত ইত্যাদি দিয়ে ঘর তৈরি করে। তাদের ঘরগুলো সাধারণত উঁচুতে হয়। ঘরে ওঠার জন্য সিঁড়ি ব্যবহার করে। বাংলাদেশে বসবাসকারী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী পিতৃতান্ত্রিক। ছেলেরা বাবার সম্পত্তি ও মেয়েরা মায়ের সম্পত্তি লাভ করে। তারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী, শিব ও কালী পূজা করে। তারা নিজস্ব কিছু দেবদেবীর উপাসনাও করে। গ্রামের সকল লোকের মঙ্গলের জন্য তারা 'কের' পূজা করে। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোকেরা রান্নার ক্ষেত্রে নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসরণ করে। তারা বন-জঙ্গল থেকে শাকসবজি সংগ্রহ করে এবং বাঁশের চোঙায় রান্না করে থাকে। ত্রিপুরা মেয়েদের পোশাকের কোমরের নিচের অংশকে 'রিনাই' ও উপরের অংশকে 'রিসা' বলা হয়। তাদের নিকট নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অলংকার প্রিয়। ছেলেরা ধুতি, গামছা, লুঙ্গি ও জামা পরে। তাদের নববর্ষের উৎসব হলো 'বৈসু'। এদিন তারা নদীতে ফুল দিয়ে মা গঙ্গার পূজা করে। আমরা ত্রিপুরাদের সম্পর্কে আরও জানব এবং তাদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করব।

খ) ত্রিপুরাদের প্রধান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করে নিচের তালিকায় লিখি।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	বিবরণ
ভাষা	ককবরক
ধর্ম	
পোশাক	
খাবার	
সামাজিক উৎসব	
কৃষিকাজ পদ্ধতি	

গ) নিচের ছকে ত্রিপুরা ও মণিপুরি নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করে লিখি।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	ত্রিপুরা	মণিপুরি
ভাষা	ককবরক	বিষ্ণুপ্রিয়া, মৈতৈ
ধর্ম		
পোশাক		
খাবার		
উৎসব		

ঘ) নিচের চিত্রে বাংলাদেশের চারটি নৃগোষ্ঠীর দুটি করে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের নাম লিখি।

২০২৬

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. চাকমাদের নিজস্ব ভাষা কোনটি?

ক) বিষ্ণুপ্রিয়া　খ) চাঙমা　গ) মৈতৈ　ঘ) ককবরক

২. অন্তিম ও তার বন্ধুরা পানি বর্ষণ করে উৎসবে মেতে উঠেছে। এতে কোন উৎসবের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?

ক) বিজু　খ) সাংগ্রাই　গ) দোলযাত্রা　ঘ) বৈসু

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১) ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সমাজে -------- বসবাস করে।

২) মারমারা রান্না ও ভর্তা তৈরিতে -------- ব্যবহার করে।

৩) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে -------- বজায় রেখে বসবাস করব।

৪) ত্রিপুরাদের নববর্ষের উৎসবের নাম হলো -------- ।

গ. সত্য হলে তার পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে তার পাশে 'মি' লেখো।

১) চাকমা পরিবার পিতৃতান্ত্রিক।

২) পাঙাল মণিপুরিরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী।

৩) বিজু মারমাদের প্রধান সামাজিক উৎসব।

৪) ত্রিপুরাদের ভাষার নাম চাঙমা।

ঘ. বাম পাশের শব্দগুচ্ছের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
চাকমাদের উৎসব	দোলযাত্রা
মারমাদের উৎসব	ওয়ানগালা
মণিপুরিদের উৎসব	বিজু
ত্রিপুরাদের উৎসব	সাংগ্রাই
	কারাম
	বৈসু

ঙ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) চাকমা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে বসবাস করে?

২) মণিপুরিদের তিনটি উৎসবের নাম লেখো।

৩) ত্রিপুরার মেয়েরা কী ধরনের পোশাক পরিধান করে?

চ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১) চাকমা ও মারমা নৃগোষ্ঠীর প্রধান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।

২) বাংলাদেশের মনিপুরি ও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।

অধ্যায় ৫

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

১ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য

১. এটি কিসের ছবি?

----

২. তাঁরা কেন এই কাজটি করছেন?

----

৩. এর ফলে কী হয়েছিল?

ক) ছবি দেখে পাশের ঘরে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে প্রায় দুইশ বছর শাসন-শোষণ করেছে। ১৯৪৭ সালে এই অঞ্চল ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন দেশে ভাগ হয়। দুটি পৃথক অংশ নিয়ে ছিল পাকিস্তান। এখন যেটি পাকিস্তান, সেটির নাম ছিল পশ্চিম পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান।

পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বললেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' এই ঘোষণা বাঙালিরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। এর বিরুদ্ধে বাঙালিরা আন্দোলনে নামে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথে মিছিল বের হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে পুলিশ সেই মিছিলে গুলি করে। সেখানে রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত, শফিউরসহ অনেকে শহিদ হন। তারপরেও সেই আন্দোলনকে থামানো যায়নি। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ভাষা আন্দোলনের পরে পূর্ব পাকিস্তানে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এক হতে থাকে। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'যুক্তফ্রন্ট'। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয় এবং সরকার গঠন করে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এই সরকার ভেঙে দেয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মতবিরোধ বাড়তেই থাকে।

খ) পূর্বের পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদ পড়ে ঘটনার সাথে সম্পর্কিত চরিত্রগুলো খুঁজে বের করে নাম লিখি।

ক্রমিক	ঘটনা	নাম
১.	উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন	
২.	ভাষা আন্দোলনে শহিদ হন	
৩.	যুক্তফ্রন্ট গঠনে নেতৃত্ব দেন	

গ) পূর্বের পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়ি এবং নিচের সময়রেখা অনুযায়ী তথ্য লিখি।

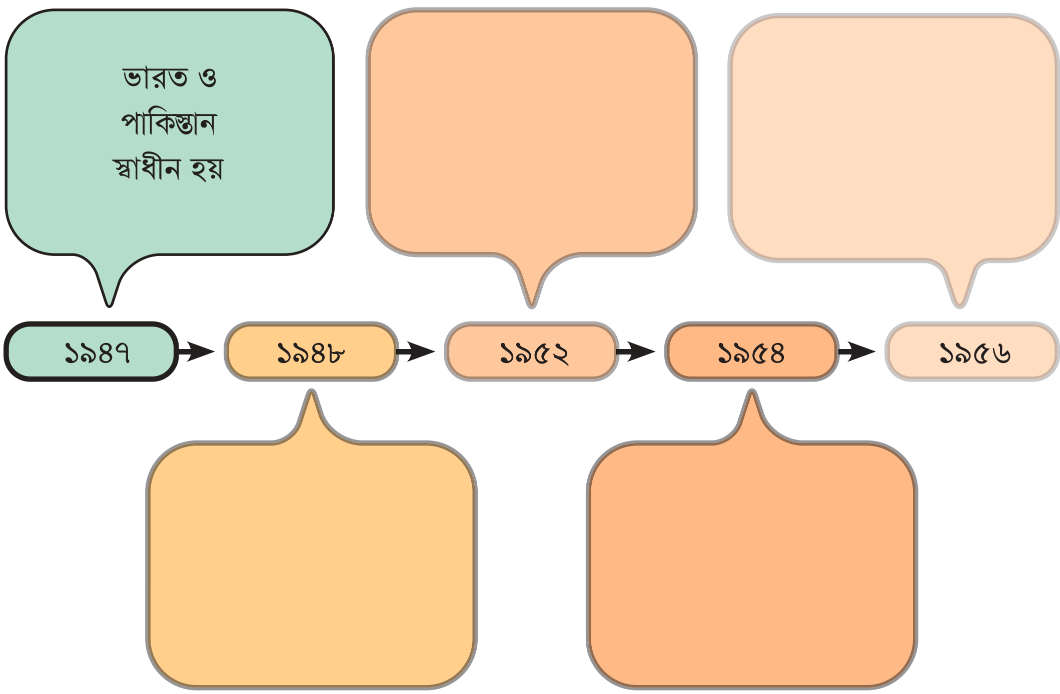

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব ছিল প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার। দুই অঞ্চলের মানুষের ভাষা, খাবার, পোশাক, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে ছিল ভিন্নতা। সরকারি সুযোগ-সুবিধা, চাকরিসহ সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানিরা বৈষম্যের শিকার ছিল। সেনাবাহিনীতে বাঙালিরা চাকরি পেত শতকরা ১০ জন। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা খাতে ব্যয় করত পশ্চিম পাকিস্তানের অর্ধেক। পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত পাট, চা, চামড়া বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করত। আর তা ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য।

বড়ো বড়ো শিল্প-কলকারখানা স্থাপন করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বিগুণ ছিল। এভাবে দুই অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য বেড়েই চলছিল। নানামুখী এসব বৈষম্যের বিরুদ্ধে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে জনগণ সোচ্চার হন।

ঘ) অনুচ্ছেদ পড়ি ও নিচের পোস্টারটি দেখি এবং দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো খুঁজে বের করে লিখি।

সোনার বাংলা শ্মশান কেন?

বৈষম্য বিষয়	বাংলাদেশ	পশ্চিমপাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানি	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকরী	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২.৫০ পয়সা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

২০২৬

২ ছয় দফা, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান ও ১৯৭০ সালের নির্বাচন

ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৬

১. ছবিতে কাদের দেখা যাচ্ছে?

----

২. তাঁরা কী করছেন?

----

৩. তাঁরা কখন এ কাজটি করেছিলেন?

----

৪. তাঁরা কীসের জন্য কাজটি করেছিলেন?

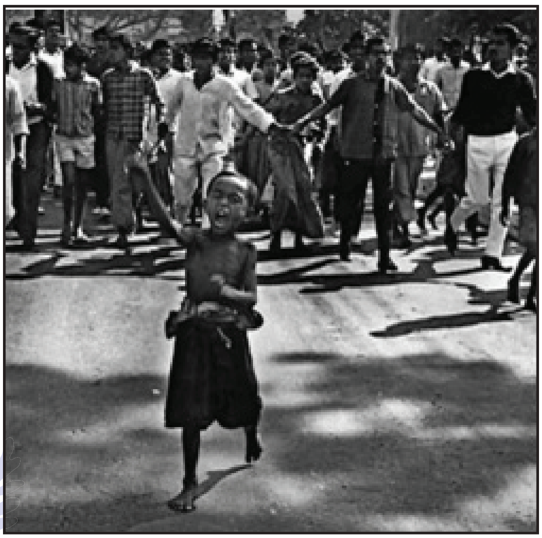

গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৬৯

১. ছবিতে কাদের দেখা যাচ্ছে?

----

২. তাঁরা কী করছেন?

----

৩. তাঁরা কখন এ কাজটি করেছিলেন?

----

৪. তাঁরা কীসের জন্য কাজটি করেছিলেন?

ক) ছবি দেখে পাশের ঘরে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি অন্যায়-অবিচার করতে থাকে। বাঙালিরা এসব অন্যায়-অবিচার মেনে নিতে পারেনি। তাই শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি তুলে ধরেন। এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। ছয় দফার অন্যান্য দাবির মধ্যে অন্যতম ছিল— এই অঞ্চলের জন্য একটি নিজস্ব মুদ্রা। এছাড়া খাজনা-ট্যাক্স ধার্য ও আদায়, রপ্তানি আয়ের বৈদেশিক মুদ্রা ও আধা সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষার নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

খ) অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের ছকে ছয় দফা সম্পর্কে তথ্য সংযোজন করি।

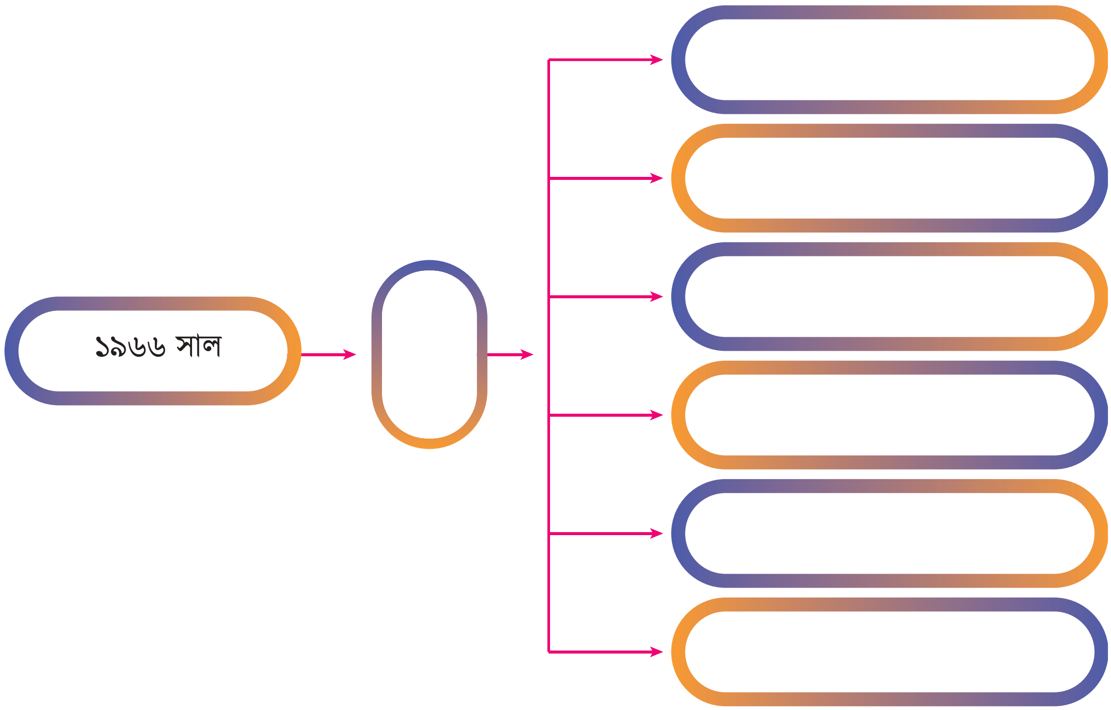

১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে ১ নম্বর আসামি করে আরও ৩৪ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা দেওয়া হয়। তাঁদেরকে কারাগারে বন্দি করা হয়। অসংখ্য ছাত্র ও সাধারণ মানুষ এই গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানান। মামলা প্রত্যাহার এবং সকল কারাবন্দীর মুক্তির জন্য মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু করে। তা একসময় গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়, যা 'উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান' নামে পরিচিত। এই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ হন আসাদ, ড. শামসুজ্জোহা, সার্জেন্ট জহুরুল হক, শিশু মতিউরসহ অনেকে। পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যন্ত সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। শুধু তা-ই নয়, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা দিয়ে বিদায় নেন। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে।

২০২৬

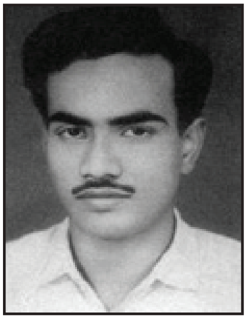

শহিদ আসাদ

শহিদ ড. শামসুজ্জোহা

শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক

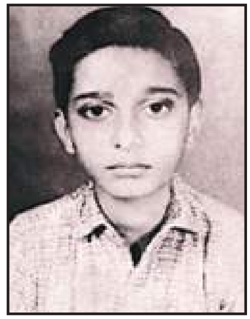

শহিদ মতিউর

গ) উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের আত্মত্যাগ থেকে আমি কী কী করতে অনুপ্রাণিত হবো তা লিখি।

১. শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব

জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় এসে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করেন। নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করলেও ইয়াহিয়া খান সরকার গঠন করতে দেয়নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মানুষ ভোটাধিকার পায় এবং তাদের এই সমর্থন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার পথ সুগম করে।

ঘ) নিজেরা কতগুলো দলে ভাগ হয়ে প্রশ্ন বানাই এবং অন্য দলকে জিজ্ঞেস করি। (প্রশ্ন তৈরি করা শেষ হলে কেউ বই খোলা রাখতে পারবে না। যে দল সবচেয়ে বেশি সঠিক উত্তর দিতে পারবে, সে দল বিজয়ী হবে।)

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশের নাম কী ছিল?

ক) পূর্ববঙ্গ খ) পশ্চিমবঙ্গ

গ) পূর্ব পাকিস্তান ঘ) পশ্চিম পাকিস্তান

২. পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের—

ক) সমান খ) অর্ধেক গ) কম ঘ) বেশি

৩. পূর্ব পাকিস্তানের 'নিজস্ব মুদ্রা' দাবি নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কযুক্ত?

ক) ভাষা আন্দোলন খ) প্রাদেশিক নির্বাচন

গ) উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ঘ) ছয় দফা

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১) পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের ভাষা ছিল ------------ ।

২) ছয় দফার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ ------------ দাবি করা হয়।

৩) উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ------------ করে।

৪) সরকারি সুযোগ-সুবিধাসহ সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানিরা------------ শিকার ছিল।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের সাল মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়	১৯৪৭
ছয় দফা দাবি উত্থাপিত হয়	১৯৫২
প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়	১৯৫৪
বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়	১৯৫৬
পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়	১৯৬৬
	১৯৬৯
	১৯৭০

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে কারা শহিদ হয়েছিল?

২) ১৯৫৪ সালে কাদের নেতৃত্বে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয়েছিল?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আমাদের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

২) পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কীভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তা লেখো।

অধ্যায় ৬

বাংলাদেশের চিরায়ত সাংস্কৃতিক উৎসব

১ পহেলা বৈশাখ ও নবান্ন উৎসব

১. ছবিতে কে কী করছে?

----

২. এ কাজগুলো কোন উৎসবে করা হয়?

----

১. ছবিতে কে কী করছে?

----

২. এ কাজগুলো কোন উৎসবে করা হয়?

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে পাশের ঘরে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

পহেলা বৈশাখ

বৈশাখ মাসের প্রথম দিন উদ্‌যাপিত হয় ‘বাংলা নববর্ষ’। ঢাকার রমনা বটমূলসহ সারা দেশে ‘বর্ষবরণ’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এ দিনে অনেকে রংবেরঙের পোশাক পরে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বাড়িতে বাড়িতে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী খাবার তৈরি করা হয়। পহেলা বৈশাখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে দেশীয় সংগীত, লোকসংগীত, লোকনৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় বৈশাখী মেলা। বৈশাখী মেলায় মাটি, কাঠ, বাঁশ ও বেতের তৈরি বিভিন্ন ধরনের খেলনা ও গৃহস্থালি সামগ্রী পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী খাবার ও মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। মেলায় নাগরদোলাসহ নানা ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। ব্যবসায়ীরা হালখাতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এ অনুষ্ঠানে ক্রেতারা বিদায়ী বছরের পাওনা পরিশোধ করেন। নতুন হিসাবের খাতা খোলেন। ব্যবসায়ীরা মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকেন।

নবান্ন উৎসব

আমাদের চিরায়ত উৎসবগুলোর মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হলো ‘নবান্ন’ উৎসব। এই উৎসব সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে উদ্‌যাপিত হয়। এটি বাঙালির অতি প্রিয় উৎসব। নতুন ধান ঘরে তোলা উপলক্ষ্যে নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এ উৎসবে নতুন ধানের চাল দিয়ে সুস্বাদু পিঠা, পায়েস তৈরি ও বিতরণ করা হয়। নবান্ন উৎসব উপলক্ষ্যে কৃষকের ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। বর্তমানে শহুরে জীবনেও আয়োজন করা হয় নবান্নের পিঠা উৎসব।

খ) উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে পহেলা বৈশাখ ও নবান্ন উৎসব সম্পর্কে তিনটি করে বৈশিষ্ট্য নিচের ছকে লিখি।

পহেলা বৈশাখ	
নবান্ন উৎসব	

২০২৬

গ) পহেলা বৈশাখ ও নবান্ন উৎসবের মধ্যে আমি অংশগ্রহণ করেছি, এমন একটি উৎসবের নাম লিখি। উক্ত উৎসবে আমি কী কী করেছি তার একটি তালিকা তৈরি করি।

উৎসবের নাম:
উৎসবে আমি যা যা করেছি:

ঘ) আমার বিদ্যালয়ে পহেলা বৈশাখ উৎসবটি উদ্‌যাপন করতে চাই, তার জন্য করণীয় কাজের একটি তালিকা তৈরি করি।

উৎসবের নাম:
করণীয় কাজের তালিকা:

২ পৌষ ও বসন্ত উৎসব

১. ছবিতে কে কী করছে?

২. এ কাজগুলো কোন উৎসবে করা হয়?

১. ছবিতে কে কী করছে?

২. এ কাজগুলো কোন উৎসবে করা হয়?

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে পাশের ঘরে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

পৌষ মেলা

বাংলাদেশের বহুল উদ্‌যাপিত উৎসবগুলোর মধ্যে পৌষ মেলা অন্যতম। 'পৌষসংক্রান্তি' উপলক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌষ মেলা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। পুরান ঢাকায় পৌষ মেলায় ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই উৎসব 'সাকরাইন' নামে পরিচিত।

সোনারগাঁর লোকশিল্প জাদুঘর প্রাঙ্গণে 'কারুশিল্প মেলা', নড়াইলে 'সুলতান মেলা, আবার কোথাও 'আড়ং', 'পৌষ মেলা' ইত্যাদি নামে আয়োজন করা হয়। এসব মেলায় মাটির পুতুল, বিভিন্ন কারুপণ্য, পিঠা, তৈজসপত্র, গৃহস্থালি সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।

বসন্ত উৎসব

ঋতু বদলের পালায় শীতের পরে হাজির হয় ঋতুরাজ বসন্ত। প্রকৃতি নবজীবনের ছোঁয়ায় অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়। গাছে গাছে গজায় নতুন সবুজ পাতা আর ফোটে রংবেরঙের ফুল। পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া, গোলাপ, কাঠগোলাপ, বেলি, আরও কত দৃষ্টিনন্দন ফুল। প্রকৃতির এ পরিবর্তন আমাদের মনে দোলা দেয়। আমরা মেতে উঠি বসন্ত উৎসবে। বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে মেয়েরা সাজগোজ করে, বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে। আর খোঁপায় গোঁজে নানা রঙের ফুল। পাশাপাশি ছেলেরাও পরে রঙিন পাঞ্জাবি বা ফতুয়া। বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

খ) উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে পৌষ মেলা ও বসন্ত উৎসব সম্পর্কে তিনটি করে বৈশিষ্ট্য নিচের ছকে লিখি।

পৌষ মেলা	
বসন্ত উৎসব	

গ) পৌষ মেলা ও বসন্ত উৎসবে এর মধ্যে আমি অংশগ্রহণ করেছি, এমন একটি উৎসবের নাম লিখি। উক্ত উৎসবে আমি কী কী করেছি তার একটি তালিকা তৈরি করি।

উৎসবের নাম:
উৎসবে আমি যা যা করেছি:

ঘ) আগামীতে আমি কীভাবে পৌষমেলা ও বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন করতে চাই, তা লিখি।

উৎসবের নাম:
কীভাবে উদ্‌যাপন করব:

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. বৈশাখ মাসের প্রথম দিন কোনটি উদ্‌যাপিত হয়?

ক) নবান্ন উৎসব খ) বসন্ত উৎসব গ) পৌষ মেলা ঘ) বাংলা নববর্ষ

২. নবান্ন উৎসব কোন মাসে উদ্‌যাপিত হয়?

ক) বৈশাখ খ) অগ্রহায়ণ গ) পৌষ ঘ) ফাল্গুন

৩. কখন পৌষ মেলা উদ্‌যাপিত হয়?

ক) বর্ষাকালে খ) বসন্তকালে গ) হেমন্তকালে ঘ) শীতকালে

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১) হালখাতার দিন ---------- দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

২) পুরান ঢাকার ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতা ---------- নামে পরিচিত।

গ) সত্য হলে তার পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে তার পাশে 'মি' লেখো।

১) নববর্ষ উপলক্ষ্যে পৌষমেলা আয়োজিত হয় ।

২) নতুন ধান ঘরে তোলা উপলক্ষ্যে নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

৩) হেমন্তের পরে হাজির হয় ঋতুরাজ বসন্ত।

ঘ. বাম পাশের শব্দগুচ্ছের সাথে ডান পাশের শব্দগুচ্ছের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
পহেলা বৈশাখ	সাকরাইন
নবান্ন উৎসব	নৌকাবাইচ
বসন্ত উৎসব	হালখাতা
পৌষ মেলা	রং খেলা
	কৃষকের আনন্দ
	বাসন্তী রঙের পোশাক

ঙ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৈশাখী মেলায় পাওয়া যায় এমন তিনটি জিনিসের নাম লেখো।

২. হালখাতা বলতে কী বোঝায়?

৩. বসন্ত উৎসবে আমরা কোন ধরনের পোশাক পরি?

চ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. নববর্ষের দিন তোমরা বিদ্যালয়ে কী কী করো তা লেখো।

২. তোমার পছন্দের যেকোনো একটি চিরায়ত উৎসবের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।

অধ্যায় ৭

এশিয়ার ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

১ এশিয়ার ভৌগোলিক বৈচিত্র্য

ক) মানচিত্র দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

প্রশ্ন		উত্তর
১.	মানচিত্রে কয়টি মহাদেশ আছে?	
২.	মানচিত্রে বৃহত্তম মহাদেশ চিহ্নিত করি ও নাম লিখি।	

২০২৬

ভৌগোলিকভাবে এশিয়া মহাদেশকে ছয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

১. দক্ষিণ এশিয়া
২. দক্ষিণপূর্ব এশিয়া
৩. পূর্ব এশিয়া
৪. পশ্চিম এশিয়া
৫. উত্তর এশিয়া
৬. মধ্য এশিয়া

মাউন্ট এভারেস্ট

এশিয়ার একেক অঞ্চলে একেক ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন উপাদান যেমন- পর্বত, নদ-নদী, মরুভূমি, বনভূমি ইত্যাদি ভৌগোলিক ভিন্নতা বা বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে। এশিয়ায় রয়েছে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পর্বতমালা। যেমন- দক্ষিণ এশিয়ার হিমালয় পর্বতমালা ও হিন্দুকুশ পর্বতমালা, চীনে কুনলুন পর্বতমালা, রাশিয়ায় উরাল পর্বতমালা ইত্যাদি। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট হিমালয় পর্বতমালায়। এটি নেপালে অবস্থিত।

বিভিন্ন বিখ্যাত নদ-নদী এশিয়াকে করেছে আরও বৈচিত্র্যময়। ইয়াংসিকিয়াং, হোয়াংহো, আমুর, সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস ইত্যাদি এশিয়ার উল্লেখযোগ্য নদ-নদী। ইয়াংসিকিয়াং এশিয়ার বৃহত্তম ও দীর্ঘতম নদী যা পূর্ব এশিয়ার চীনে অবস্থিত। দক্ষিণ এশিয়ার উল্লেখযোগ্য নদ-নদী সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্র হলো দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘতম নদী।

ইয়াংসিকিয়াং

২০২৬

সুন্দরবন

ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের আরেক উপাদান হলো বনভূমি। পৃথিবীর বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন ও হিমালয়ের পাইন বনভূমি দক্ষিণ এশিয়ার গর্ব। আবার বোর্নিও রেইন ফরেস্ট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিচয় বহন করে।

এশিয়ার ভূ-ভাগের আরও একটি বৈচিত্র্য হলো মরুভূমি। পশ্চিম এশিয়ার আরব মরুভূমি এশিয়ার বৃহত্তম মরুভূমি। এছাড়া গোবি মরুভূমি ও দক্ষিণ এশিয়ার থর মরুভূমি উল্লেখযোগ্য।

আরব মরুভূমি

খ) উপরের অনুচ্ছেদটুকু পড়ে নিচের ছক অনুযায়ী এশিয়ার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর নাম লিখি।

পর্বতমালা	বনভূমি	নদ-নদী	মরুভূমি

২০২৬

গ) নিম্নের উল্লিখিত ভৌগোলিক উপাদানগুলো এশিয়ার কোন অঞ্চলে অবস্থিত ও কেন বিখ্যাত তা নিচের ছকে লিখি।

ভৌগোলিক উপাদান	এশিয়ার কোন অঞ্চলে অবস্থিত	কেন বিখ্যাত
ইয়াংসিকিয়াং		
সুন্দরবন		
হিমালয়		
আরব মরুভূমি		
ব্রহ্মপুত্র		
বোর্নিও রেইন ফরেস্ট		

ঘ) নিচের মানচিত্র-১ থেকে এশিয়ার বিখ্যাত নদী ইয়াংসিকিয়াং ও ব্রহ্মপুত্র কোন কোন দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ও মানচিত্র-২ থেকে এশিয়ার বিখ্যাত পর্বতমালাসমূহ কোন কোন দেশে অবস্থিত তা লিখি।

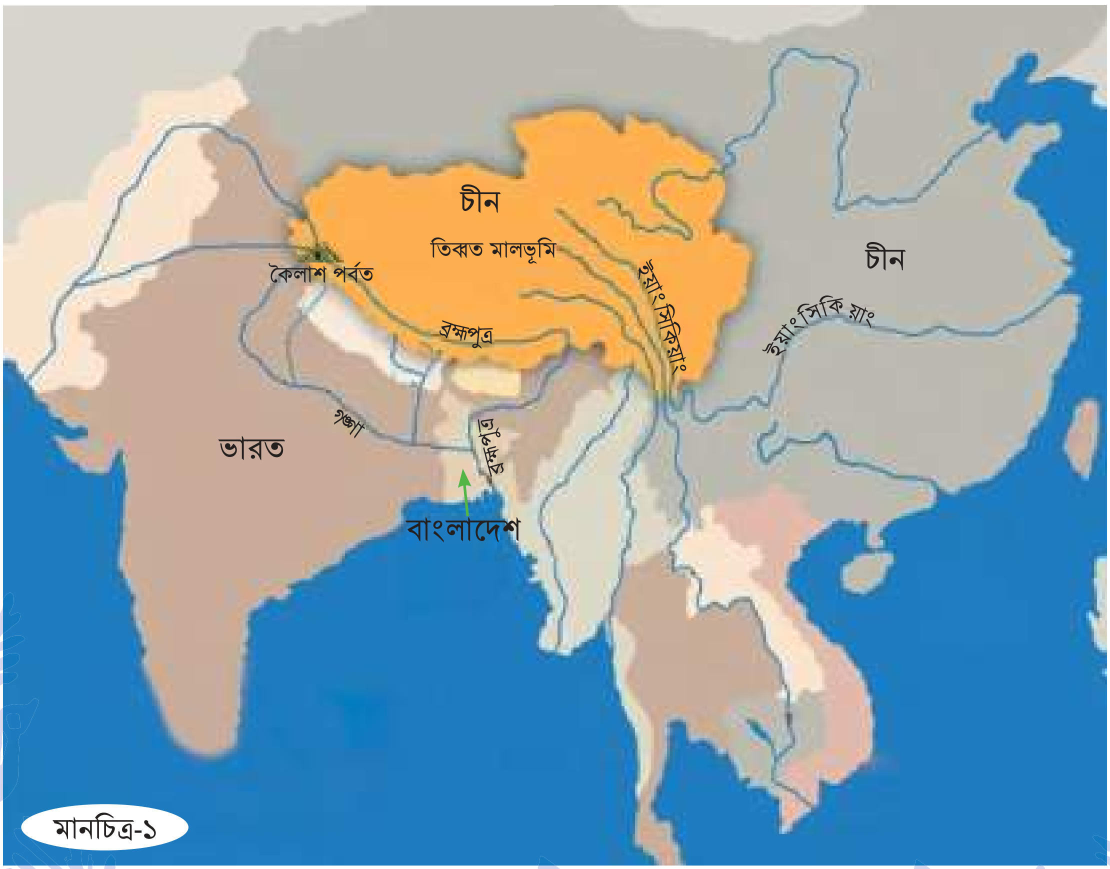

মানচিত্র-১

২০২৫

নদ-নদী	কোন কোন দেশ দিয়ে প্রবাহিত
ব্রহ্মপুত্র	
ইয়াংসিকিয়াং	

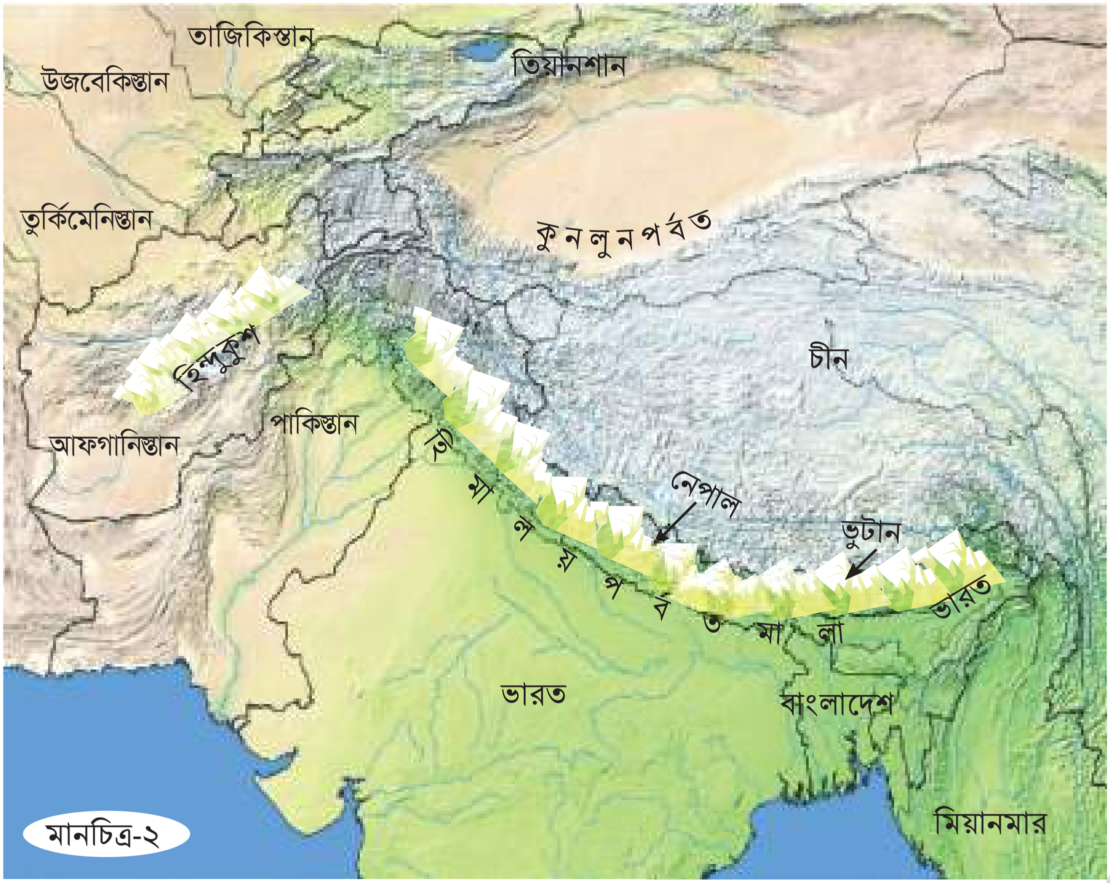

মানচিত্র-২

পর্বতমালা	কোন কোন দেশে অবস্থিত
হিমালয়	
হিন্দুকুশ	

২ এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

জাপানের পোশাক

ইন্দোনেশিয়ার পোশাক

ইরাকের পোশাক

ভারতের পোশাক

ক) উপরের ছবি পর্যবেক্ষণ করে আমাদের পোশাকের সাথে অন্যান্য দেশের পোশাকের যে মিল-অমিল তা লিখি।

মিল --
অমিল --

এশিয়া মহাদেশ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর। বিশ্বের অনেক প্রধান ধর্মের উৎপত্তিস্থল এই এশিয়া। এর মধ্যে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও কুনফুসিয়াস ধর্ম উল্লেখযোগ্য। নানান ভাষায় কথা বলে এই মহাদেশের মানুষ। এশিয়ার মানুষের খাবার, পোশাক ও আচার-অনুষ্ঠানে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য।

এ মহাদেশের মানুষদের কাছে পরিবারের গুরুত্ব অনেক। প্রায় বেশির ভাগ দেশেই যৌথ পরিবারের সংস্কৃতি দেখা যায়।

এশিয়া মহাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

মধ্য এশিয়া

এ অঞ্চলে ইসলাম প্রধান ধর্ম। মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ান ভাষার ব্যবহার বেশি। পুরুষরা টিউনিক, সিরওয়ালের সাথে পাগড়ি আর নারীরা স্কার্ফ পরে। এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান খাবার হলো রুটি, নুডলস, মাংস, দুধ ও ফলমূল।

উত্তর এশিয়া

এ অঞ্চলে খ্রিস্ট ধর্মের মানুষই বেশি। এখানকার প্রধান ভাষা রুশ। মেয়েদের পোশাকের নাম খুরি বুরিয়াট ও টার্কমেন পুরুষদের পোশাক। সয়াবিন, ডাল, মাছ, মাংস এখানকার অধিবাসীদের প্রধান খাবার। বুলিয়ান নামক স্যুপ খুব প্রিয়। ঐতিহ্যগত আরও একটি খাবার হলো পেলমেনি।

পশ্চিম এশিয়া

এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান ধর্ম ইসলাম। প্রায় সব মানুষই আরবি ভাষায় কথা বলে। নারীরা আবায়া, কাফতান এবং পুরুষরা বিসত ও মাথায় ঘুতরা পরেন। মুরগি, ভেড়া, দুম্বা, উটের মাংস, রুটি, খেজুর, কাবাব, শর্মা প্রচলিত খাবার। মাচবুস এদের জনপ্রিয় খাবার।

পূর্ব এশিয়া

এ অংশে বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ সবচেয়ে বেশি। চীনাদের ম্যান্ডারিন ও জাপানিদের জাপানিজ ভাষাই প্রধান। কিমোনো জাপানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। বর্তমানে পুরুষরা ট্রাউজার ও স্যুট এবং মেয়েরা স্কার্ট ও ব্লাউজ ব্যবহার করেন। তাদের প্রিয় খাবার ভাত, সামুদ্রিক মাছ, সবজি, মাংস, সয়াবিন, নুডলস। সুশি জাপানের ঐতিহ্যবাহী খাবার। জাপানিরা রান্নায় তেল ও চর্বি ব্যবহার পরিহার করে এবং মাংস কম খায়। চীনাদের চাউমিন খুবই প্রিয় খাবার।

দক্ষিণ এশিয়া

দক্ষিণ এশিয়ায় মূলত হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মানুষের বসবাস। হিন্দি, বাংলা, উর্দু ভাষার বহুল ব্যবহারের পাশাপাশি পশতু, তামিল ও সিংহলি ভাষার ব্যবহারও আছে। পুরুষরা ধুতি, লুঙ্গি, কুর্তা, পায়জামা, পাঞ্জাবি, পাগড়ি, শেরওয়ানি, শার্ট-প্যান্ট, টিশার্ট ও গেঞ্জি পরে। শাড়ি, ব্লাউজ, সালোয়ার কামিজ, বোরকা ও হিজাব মেয়েদের পোশাক। খাবারের তালিকায় আছে ভাত, রুটি, মাংস এবং সামুদ্রিক ও মিঠাপানির মাছ। দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ সাধারণত মসলাযুক্ত খাবারে অভ্যস্ত। ভারতজুড়ে নিরামিষভোজীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

এ অঞ্চলে সংখ্যার দিক থেকে বৌদ্ধ ধর্মের পরেই ইসলাম ধর্মের মানুষের বসবাস। বাহাসা (ইন্দো ও মালয়) ভাষার পাশাপাশি ফিলিপিনো, বার্মিজ ভাষার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। সারং এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। সারং নানা রূপে দক্ষি-ণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয়। মেয়েদের পোশাক চাক্রি, স্কার্টস, কলারহীন টপস। ভাত, সামুদ্রিক মাছ ও তাজা শাকসবজি এই অঞ্চলের খাবার। নাসি গরেং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নামকরা খাবার।

পেলমেনি

সুশি

মাচবুস

নাসি গরেং

খ) পূর্বের পৃষ্ঠার তথ্যের আলোকে এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উপাদানগুলো নিচের ছকে লিখি।

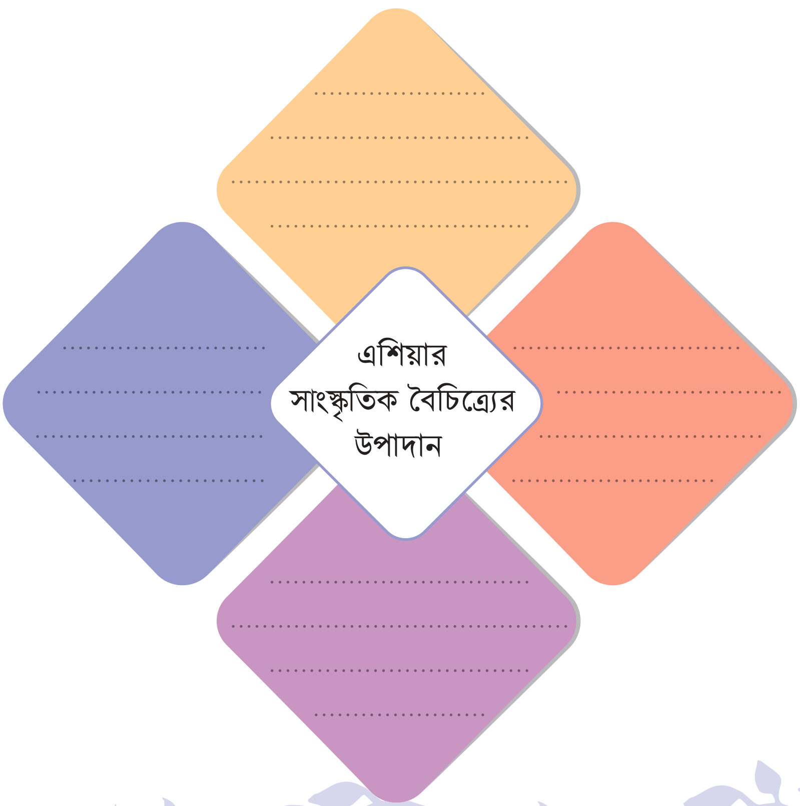

টিউনিক, বুলিয়ান, সিরওয়াল, আরবি, চাউমিন, উর্দু , ধুতি, পাঞ্জাবি, বাংলা, বিসত, খেজুর, মাচবুস, বাহাসা, সারং, হিন্দি, চাক্রি, নাসি গরেং, আবায়া, ম্যান্ডারিন, কিমোনো, সুশি, পশতু, টার্কমেন, পেলমেনি, শেরওয়ানি

গ) উপরের কোনটি কোন অঞ্চলের কীসের সাথে সম্পর্কিত তা নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করি।

এশিয়ার ছয়টি অঞ্চল	ভাষা	খাবার	পোশাক
উত্তর এশিয়া			
দক্ষিণ এশিয়া			
পশ্চিম এশিয়া			
পূর্ব এশিয়া			
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া			
মধ্য এশিয়া			

ঘ) শ্রেণিকক্ষে অভিবাদনের ধরনগুলো কোন দেশ বা অঞ্চলের তা চিহ্নিত করে ভূমিকাভিনয় করি ।

বাংলাদেশ

চীন

আধুনিক এশিয়ায় অভিবাদন

জাপান

ভারত

২০২৬

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ মানুষ কোন ভাষায় কথা বলে?

ক) উর্দু খ) জাপানি গ) রাশিয়ান ঘ) আরবি

২. সারং এশিয়ার কোন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পোশাক?

ক) দক্ষিণ খ) পূর্ব গ) দক্ষিণ-পূর্ব ঘ) মধ্য

৩. হিন্দুকুশ পর্বতমালা কোথায় অবস্থিত?

ক) উজবেকিস্তান খ) আফগানিস্তান গ) নেপাল ঘ) ভুটান

৪. সুন্দরবন কী ধরনের বনভূমি?

ক. পাইন খ. ম্যানগ্রোভ গ. চিরহরিৎ ঘ. পত্রঝরা

গ. সত্য হলে তার পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে তার পাশে 'মি' লেখো।

১. এশিয়ার একেক অঞ্চলে একেক ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

২. ব্রহ্মপুত্র পূর্ব এশিয়ার দীর্ঘতম নদী।

৩. দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান ভাষা রুশ।

৪. ইরান ও ইন্দোনেশিয়ার মানুষ একই ধরনের পোশাক পরিধান করে।

৫. মিয়ানমার বাংলাদেশের একটি প্রতিবেশী দেশ।

ঘ. বাম পাশের শব্দগুচ্ছের সাথে ডান পাশের শব্দগুচ্ছের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
আরব মরুভূমি	দক্ষিণ এশিয়া
সুন্দরবন	উত্তর এশিয়া
বোর্নিও রেইন ফরেস্ট	পূর্ব এশিয়া
ইয়াংসিকিয়াং	পশ্চিম এশিয়া
	মধ্য এশিয়া
	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ঙ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. এশিয়ার ভৌগোলিক ভিন্নতার তিনটি উপাদানের নাম লেখো।

২. ইয়াংসিকিয়াং বিখ্যাত কেন?

৩. পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

চ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ এশিয়ার যে অঞ্চলে অবস্থিত তার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বর্ণনা করো।

২. বিভিন্ন ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য এশিয়া মহাদেশকে কীভাবে বৈচিত্র্যময় করেছে তা বর্ণনা করো।

অধ্যায় ৮

সামাজিক দায়িত্ব ও নাগরিক অধিকার

১ সমাজের ধারণা

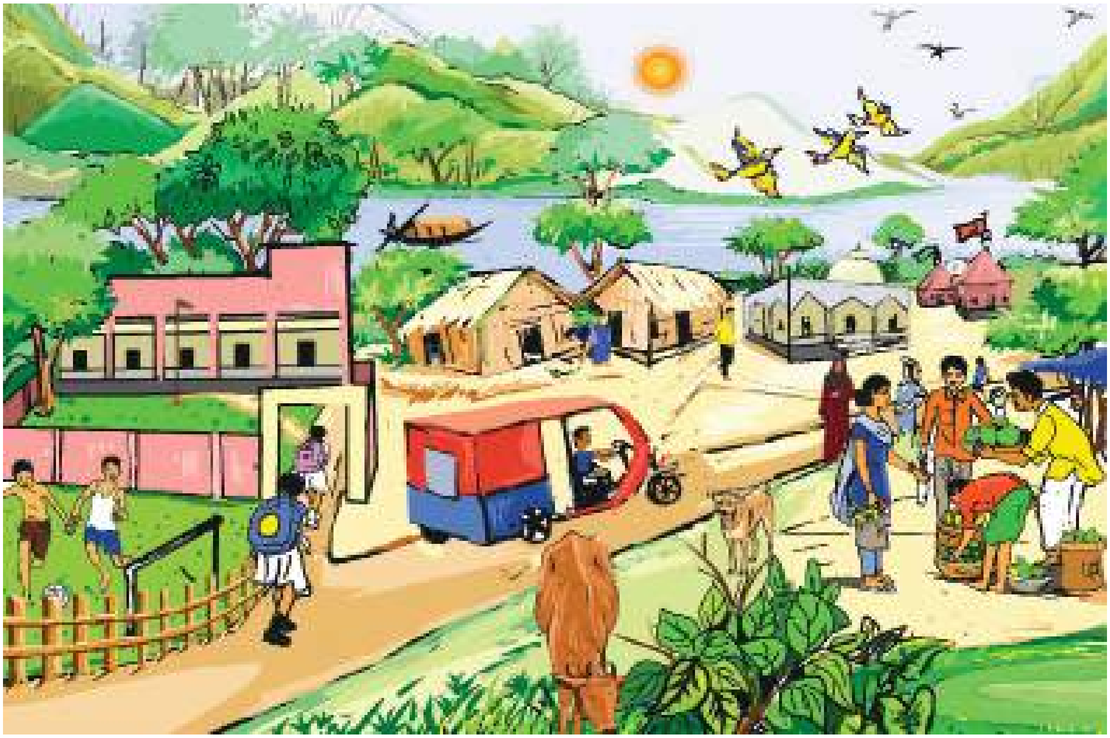

ক) উপরের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১. মানুষ তার প্রয়োজনে কী কী তৈরি করেছে? ....
....

২. এ উপাদানগুলো মানুষের কী কী কাজে লাগে? ....
....

৩. কোন কোন উপাদান সকল মানুষ ব্যবহার করতে পারে? ....
....

৪. এগুলো কীভাবে মানুষকে মিলেমিশে বসবাস করতে সহায়তা করে? ....
....

২০২৬

বেঁচে থাকার জন্য মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ একত্রে বসবাস শুরু করে। গড়ে তোলে বিদ্যালয়, হাসপাতাল, হাট-বাজার ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এগুলোর মাধ্যমে তারা নিজেদের কল্যাণ সাধন করে। যেকোনো উৎসব-অনুষ্ঠান পালনে একে অপরকে সহযোগিতা করে। বিপদে-আপদে এগিয়ে আসে। নিজেদের প্রয়োজনে ও ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে কিছু সামাজিক নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। এতে মানুষে মানুষে পারস্পরিক বন্ধন তৈরি হয়। এভাবে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সমাজ।

খ) উপরের তথ্যের আলোকে সমাজ সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিচের চিত্রে লিখি।

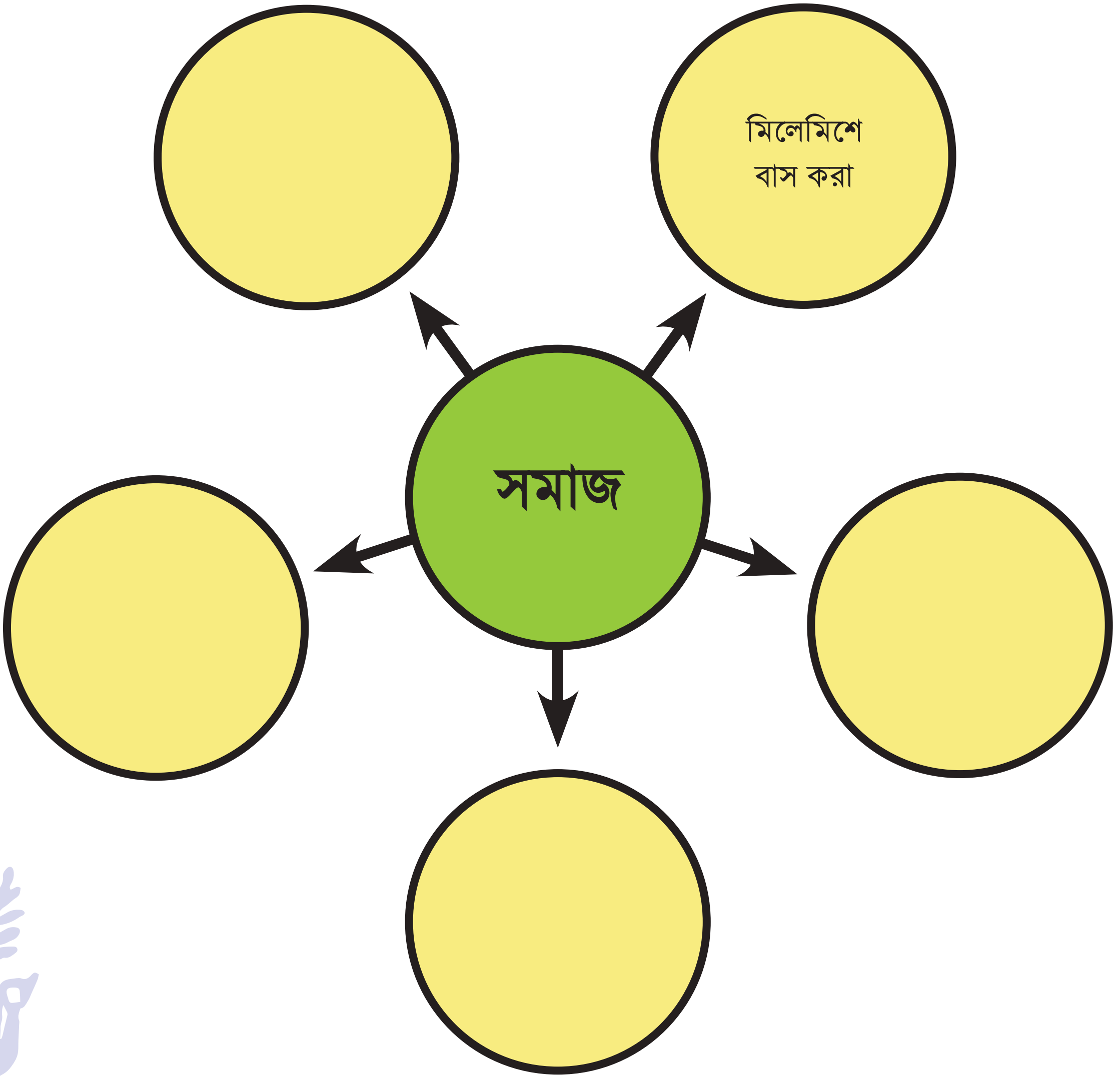

২০২৬

আমরা সমাজ থেকে অনেক সুবিধা ভোগ করি। তেমনি সমাজের কল্যাণের জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সমাজের নিয়মকানুন ও রীতিনীতি সকলের মেনে চলা উচিত। বড়োদের সম্মান এবং ছোটোদের স্নেহ করতে হবে। অপরের সুবিধা ও অসুবিধার কথা ভাবা উচিত। অসহায় এবং গরিব মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসা আমাদের দায়িত্ব। কেউ বিপদে পড়লে তার সাহয্যের জন্য অন্যদের এগিয়ে আসতে হবে। এমন কোনো কাজ করা যাবে না যাতে সমাজের ক্ষতি হয়। নিজের এবং অন্যের নিরাপত্তার ব্যাপারে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা উচিত। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষের সাথে মিলেমিশে বাস করা উত্তম। সমাজের সকল পেশার মানুষকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখা আমাদের কর্তব্য।

গ) উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে সমাজের প্রতি করণীয় চিহ্নিত করে ছকটি পূরণ করি।

ক্রমিক	সমাজের প্রতি করণীয়
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

ঘ) আমার প্রতিবেশী সহপাঠী রিফাতদের বসতঘর আগুনে পুড়ে গেছে। তাদের আমি কীভাবে সহযোগিতা করব তা লিখি।

২ আমাদের নাগরিক অধিকার

আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে আমরা নির্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার রাখি। এই নির্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধাগুলোই নাগরিক অধিকার।

ক) উপরের তথ্যগুলো পড়ে নাগরিক হিসেবে জুঁই ও তার পরিবারের সদস্যদের নাগরিক অধিকারের তালিকা তৈরি করি।

- বেঁচে থাকার অধিকার
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________

নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে আমরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার পাই।

রাজনৈতিক অধিকার

নাগরিকের রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসনকাজে অংশগ্রহণের যে সকল অধিকার রয়েছে

আঠারো বছর বয়স থেকে সকল নাগরিকের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। পঁচিশ বছর বয়সে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে

প্রত্যেক নাগরিক দেশের ভিতরে (বাড়িতে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে) নিজের মতামত প্রকাশের অধিকার রাখেন

আইনের চোখে সবাই সমান । তাই প্রত্যেক নাগরিকের আইনের সমান আশ্রয় লাভ করার অধিকার আছে

আইন মেনে প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দ অনুযায়ী কিছু করার অধিকার আছে। তবে সে অধিকার যেন অন্যের ক্ষতি না করে

যেকোনো পরিস্থিতিতে দেশে ও দেশের বাইরে সকল নাগরিকের নিজ রাষ্ট্রের কাছে নিরাপত্তা লাভের অধিকার আছে

অর্থনৈতিক অধিকার

জীবিকা নির্বাহের জন্য কিংবা আর্থিক সচ্ছলতা লাভের জন্য নাগরিকরা রাষ্ট্রের নিকট যে অধিকার ভোগ করে

সকল নাগরিকের স্বাধীনভাবে আয় করার অধিকার আছে। তাই তাঁরা চাকরি, ব্যবসা বা অন্য যেকোনো কাজ করে আয় করতে পারেন

প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করার অধিকার আছে

বৈধ কাজ করে ন্যায্য মজুরি পাওয়ার অধিকার আছে

প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ কাজের জায়গায় অবকাশ ছুটি পাওয়ার অধিকার আছে

২০২৪

খ) পূর্বের পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ধরনের অধিকারের তথ্যগুলো পড়ি এবং তথ্যগুলোর আলোকে নিচে মাইন্ডম্যাপটি সম্পূর্ণ করি।

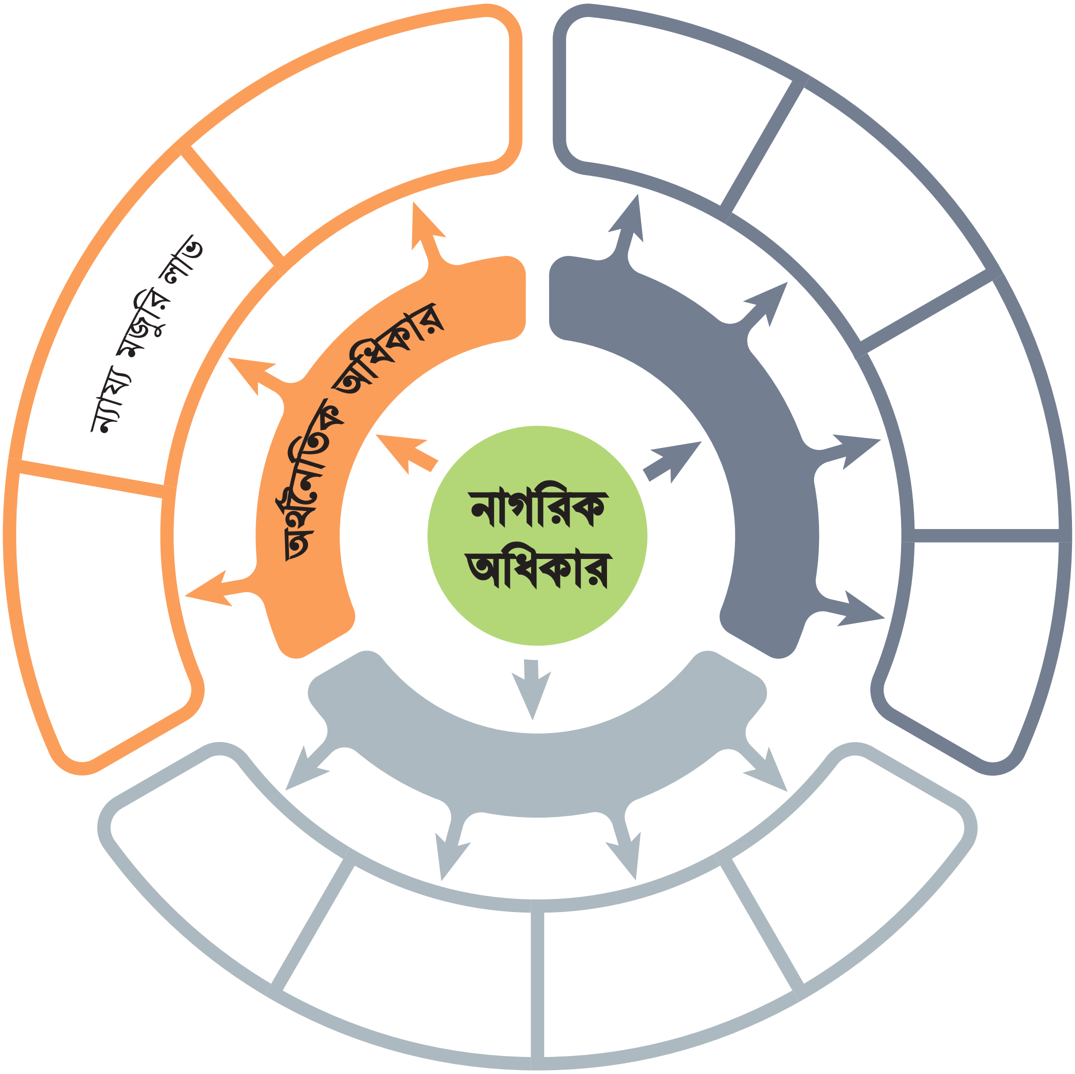

২০২৬

গ) নিচের বিবৃতিগুলো পড়ি এবং কোনটি কোন অধিকার তা চিহ্নিত করে ডান দিকের ঘরে লিখি।

নাম	সংলাপ	কোন অধিকার (সামাজিক/ রাজনৈতিক/অর্থনৈতিক)
আয়ান	আমার বাবা তাঁর পছন্দ অনুসারে বৈধ কাজ করেন। কাজ করে আয় ও ব্যয় করেন।	
জাহিদ	আমার ভাইয়ের বয়স আঠারো বছর। সে নির্বাচনে ভোট দিতে পারে।	
নাজিফা	বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমি আমার ধর্ম ও ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন করি।	
শামীম	আমাদের দেশে আমরা আইনের সমান আশ্রয় লাভ করি।	
নুহা	আমি আমার দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারি।	
আকাশ	আমার বাবা সরকারি চাকরি করেন। তিনি ছুটিতে বাড়ি আসেন ।	
রিদিশা	আমি স্বাধীনভাবে আমার মাতৃভাষায় কথা বলতে পারি।	
ইহান	আমার বোন প্রবাসী। বিদেশে বিপদ-আপদে তিনি আমাদের সরকারের নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেন।	
আদিব	আমার বাবা ময়মনসিংহে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করেছেন। সেখানে আমরা সবাই থাকি।	

ঘ) আমার পরিবারের সদস্যরা কে কোন কোন অধিকার ভোগ করে তা নিচের ছকে লিখি।

পরিবারের সদস্য	সামাজিক অধিকার	রাজনৈতিক অধিকার	অর্থনৈতিক অধিকার
মা	মাতৃভাষায় কথা বলে		
বাবা			
ভাই			
বোন			
আমি			

৩ নাগরিক অধিকার অর্জনের উপায়

ক) নিচের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে পাশের ঘরে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১. অসুস্থ লোককে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

----

২. কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

----

১. লোকটি কোথায় গিয়েছে?

----

২. কেন সেখানে গিয়েছে?

----

১. মা তাঁর মেয়েকে নিয়ে কোথায় প্রবেশ করছেন?

----

২. তিনি সেখানে কেন গিয়েছেন?

২০২৬

খ) নিচের বিবৃতিগুলো পড়ি এবং কোন কোন অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে, তা লিখে ডানের ফাঁকা ঘরগুলো পূরণ করি।

নাম	বিবৃতি	কোন অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে
বিপুল	আমার বন্ধুকে তার মা-বাবা স্কুলে না পাঠিয়ে চায়ের দোকানে কাজে দিয়েছেন।	
আরিশা	পাশের বাড়ির লোকজন দেয়াল তুলে আমাদের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে।	
মাহমুদ	আমার এক প্রতিবেশী প্রয়োজনীয় খাদ্য পাচ্ছেন না।	
শিলা	বাড়িতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার মতামত প্রকাশ করতে দেওয়া হয় না।	
নায়রা	কিছু লোক জোর করে আমাদের পুকুর দখল করে মাছ চাষ করছেন।	
সুমন	আমার এক আত্মীয় বাজারে ব্যবসা করতে চেয়েছিল। কিছু লোক তাকে বাধা দিয়েছেন।	
শামিয়া	খুকু গৃহপরিচারিকার কাজ করে। তাকে ন্যায্য মজুরি দেয় না।	

গ) উপরের ছকে যেসব নাগরিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে সেগুলো রক্ষার জন্য করণীয় লিখি।

ক্রমিক	করণীয়
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭	

ঘ) বাংলাদেশের একজন নাগরিকের কোনো একটি অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে, তা রক্ষায় আমাদের করণীয় দলে অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. কত বছর বয়স থেকে ভোট প্রদান করা যাবে?

ক) ১৭ বছর খ) ১৮ বছর গ) ১৯ বছর ঘ) ২০ বছর

২. নিচের কোনটি সামাজিক অধিকার?

ক) ভোটদান করা খ) শিক্ষালাভ করা
গ) সম্পত্তি ভোগ করা ঘ) মত প্রকাশ করা

৩. একজন শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরি পেলেন। এটি তার ---------।

ক) অর্থনৈতিক অধিকার খ) চিকিৎসার অধিকার
গ) রাজনৈতিক অধিকার ঘ) ভোটের অধিকার

৪. কেউ যখন মত প্রকাশ করেন তখন আমাদের কী করা উচিত?

ক) কথা বলা খ) জোরে আওয়াজ করা
গ) ধৈর্য সহকারে শোনা ঘ) নিজের খুশিমতো কাজ করা

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১) মাতৃভাষায় কথা বলা নাগরিকের --------- অধিকার।
২) সকল নাগরিকের --------- আয় করার অধিকার আছে।
৩) যেকোনো উৎসব অনুষ্ঠানে একে অপরকে --------- করব।

গ. সত্য হলে তার পাশে ‘স’ ও মিথ্যা হলে তার পাশে ‘মি’ লেখো।

১) নির্বাচনে নাগরিকের প্রার্থী হওয়ার বয়স ১৮ বছর।
২) ভোট প্রদান নাগরিকের সামাজিক অধিকার।
৩) ধর্ম পালন করা সামাজিক অধিকার।
৪) ছুটি ভোগ করা নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকার।

ঘ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
সামাজিক অধিকার	মত প্রকাশের সুযোগ
অর্থনৈতিক অধিকার	নাম পাওয়ার সুযোগ
রাজনৈতিক অধিকার	শিক্ষা লাভের সুযোগ
	স্নেহ-ভালোবাসা পাওয়ার সুযোগ
	চাকরি পাওয়ার সুযোগ

ঙ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) অর্থনৈতিক অধিকার বলতে কী বোঝায়?

২) তিনটি সামাজিক অধিকারের নাম লেখো।

৩) সহপাঠীর মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে আমাদের করণীয় কী?

চ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১) কীভাবে সমাজ গড়ে ওঠে তা ব্যাখ্যা করো?

২) পরিবারে আমরা কী কী সামাজিক অধিকার ভোগ করি তা লেখো।

৩) নাগরিক হিসেবে আমাদের কী কী অধিকার পাওয়ার সুযোগ রয়েছে তা বর্ণনা করো।

অধ্যায় ৯

নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি

ক) নিচের বিদ্যালয়ের কার্যক্রম-সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ দুটি পড়ি ও প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিদ্যালয়টির অবাস্থান গ্রামে। এ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে প্রায় ৩০০ জন শিক্ষার্থী। বিদ্যালয়ের ছোটো কক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি স্টোর চালু করা হয়। এ স্টোরে পাওয়া যায় খাতা, কলম, পেনসিল, শার্পনার, ইরেজার, কাগজ, বিস্কুট, চকলেট ইত্যাদি। প্রতিটি জিনিসের গায়ে দাম লেখা আছে। মূল্যতালিকাও টানানো আছে। কিন্তু স্টোরে কোনো বিক্রেতা নেই। টাকা রাখার একটি বাক্স আছে। শিক্ষার্থীরা তার প্রয়োজনমতো পণ্য নিয়ে নির্দিষ্ট দাম বাক্সে রেখে দেয়। প্রায় সকলেই স্টোর থেকে পণ্য নেয়, কিন্তু টাকা না দিয়ে কেউ কিছুই নেয় না। সকলেই এ নিয়ম শতভাগ অনুসরণ করে।

১) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কী চালু করা হয়েছে?

----

২) স্টোরে কী কী পণ্য পাওয়া যায়?

----

৩) স্টোরে কোনো বিক্রেতা আছে?

----

৪) শিক্ষার্থীরা কীভাবে পণ্য ক্রয় করে?

----

৫) শিক্ষার্থীদের এ গুণকে কী বলে?

২০২৬

বিদ্যালয়ে বিজয়দিবস উদ্‌যাপন

প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের জন্য একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের আগ্রহের ভিত্তিতে ১৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি করলেন। পরিকল্পনাটি একটি বড়ো কাগজে লিখে দেয়ালে টানিয়ে দেওয়া হলো, যাতে সকলেই দেখতে পায়। পরিকল্পনামতো শিক্ষার্থীরা রুম সাজাল, পুরস্কার কিনল, আপ্যায়নের ব্যবস্থা করল এবং অনুষ্ঠানটি বাস্তবায়ন করল। অনুষ্ঠানে যে যে খাতে টাকা খরচ হয়েছে, তার হিসাব সকলকে জানিয়ে শিক্ষকের নিকট জমা দিল। শিক্ষার্থীরা তাদের যতটুকু ভুল হয়েছে,তা-ও তুলে ধরল। প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক ভালোভাবে দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করলেন।

১. কাজটি কি পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে?

----

২. সকলে কি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছে?

----

৩. কাজটির কোনো তথ্য কি গোপন করেছে?

----

৪. এ কাজে কোন গুণের প্রকাশ পেয়েছে?

খ) বিবৃতিগুলো পড়ি এবং কোনগুলো সততাকে প্রকাশ করে ও কোনগুলো স্বচ্ছতাকে প্রকাশ করে তা খালি ঘরে লিখি।

আমি না বলে অন্যের জিনিস নিই না	আমি আমার ভুল অকপটে স্বীকার করি	আমি অন্যদের সাথে প্রতারণা করি না	কাজের ক্ষেত্রে আমরা কোনো তথ্য গোপন করি না
নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি	**সকলে আমাকে বিশ্বাস করে**	**আলোচনা করেই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি**	**সর্বদা সত্য কথা বলি**

গ) পূর্বের পৃষ্ঠার বিবৃতিগুলো আবার পড়ি এবং সততা ও স্বচ্ছতার বৈশিষ্ট্যের মাইন্ডম্যাপ তৈরি করি।

ঘ) বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে কী কী কাজের মাধ্যমে নিজের সততা ও স্বচ্ছতা প্রকাশ করি, তা নিচের ছকে লিখি।

সততা সম্পর্কিত কাজ	স্বচ্ছতা সম্পর্কিত কাজ
১)..	১)..
২)	২) ....
৩)	৩) ....
৪)..	৪)..

২ সততা ও স্বচ্ছতার গুরুত্ব

জনাব কামাল আহমেদ একজন আদর্শ শিক্ষক। কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি সময়মতো নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। কখনো মিথ্যা অজুহাতে নিজের দোষ ঢেকে রাখেননি। মানুষকে কখনো মিথ্যে আশ্বাস দেননি। বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য মানুষদের কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন। কিন্তু কেউ কোনোদিন ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি টাকা ব্যয় করতেন। ব্যয়ের উদ্দেশ্য ও হিসাব সকলের কাছে উপস্থাপন করতেন। তিনি মনে করতেন, এতে সততা ও জবাবদিহিতা তৈরি হয়। শিক্ষার্থীরা তাঁর ক্লাসে সময়মতো উপস্থিত থেকে শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণ করত। ভালো পাঠদানের জন্য পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। তাই শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আস্থা ও ভালোবাসার প্রতীক। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তিনি ছিলেন মুক্তমনা। সেজন্য সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখেই তিনি কাজ করতে পেরেছেন। সময়ের কাজ সময়ে করা, কথায় ও কাজে মিল থাকা তাঁর বিশেষ গুণ। এসব গুণের জন্য বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের বাইরের মানুষদের সাথে তাঁর চমৎকার সম্পর্ক তৈরি হয়। তাঁর সততা ও স্বচ্ছতা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অন্যদের নৈতিক আচরণে উদ্বুদ্ধ করছে।

ক) গল্পটি পড়ে জনাব কামাল আহমেদের গুণাবলির তালিকা তৈরি করি।

১) সময়মতো কাজ করা।

২) ....

৩) ....

৪) ....

খ) জনাব কামাল আহমেদের গুণগুলোকে নিচের ছক অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করি।

সততার গুণ	স্বচ্ছতার গুণ
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.

গ) গল্পটি ভালোভাবে পড়ে সততা ও স্বচ্ছতার গুরুত্ব লিখি।

সততার গুরুত্ব	স্বচ্ছতার গুরুত্ব
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.

ঘ) দৈনন্দিন জীবনে সততা ও স্বচ্ছতার গুণ অর্জনের জন্য আমি কী কী করব তা লিখি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. নিচের কোনটি স্বচ্ছতার বৈশিষ্ট্য?

ক) তথ্য গোপন না করা খ) দায়িত্ব পালনে বিলম্ব করা

গ) আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঘ) ভুল স্বীকার না করা

২. 'অন্যরা আমাকে বিশ্বাস করে'– এই বাক্যটি দিয়ে নিচের কোন গুণটি প্রকাশ পায়?

ক) নম্রতা খ) সততা গ) ন্যায়নিষ্ঠা ঘ) শৃঙ্খলা

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১) সততা ও স্বচ্ছতা মানুষের ------------- গুণ।

২) নিজ দায়িত্ব ------------- পালন করব।

৩) অন্যের মতামতকে ------------- দেবো।

গ. সত্য হলে তার পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে তার পাশে 'মি' লেখো।

১) অন্যের জিনিস না বলে নেওয়া যায়।

২) দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে সততা প্রকাশ পায়।

৩) সততা ও স্বচ্ছতা আমাদের নৈতিক আচরণে উদ্বুদ্ধ করে।

৪) দলে কাজ করার সময় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) সততার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

২) স্বচ্ছতার দুটি উদাহরণ দাও।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১) সততা ও স্বচ্ছতার গুরুত্ব বর্ণনা করো।

২) কীভাবে বাড়ি ও বিদ্যালয়ে সততা ও স্বচ্ছতার অনুশীলন করবে তা লেখো।

অধ্যায় ১০

আমাদের দেশ

১ বাংলাদেশের ভূমিরূপ

বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য জেলা অঞ্চল

কুমিল্লার লালমাই অঞ্চল

ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল অঞ্চল

রাজশাহী অঞ্চল

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকের প্রশ্নের সঠিক উত্তর চিহ্নিত করি ও লিখি।

প্রশ্ন	বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের ভূমিরূপ	চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি অঞ্চলের ভূমিরূপ	কুমিল্লার লালমাই অঞ্চল ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল অঞ্চল, রাজশাহী অঞ্চলের ভূমিরূপ
কোন ছবিতে কী ধরনের ভূমি দেখা যাচ্ছে তা খালি ঘরে লিখি।	উঁচু/সমতল/ পাহাড়ি ভূমি	উঁচু/সমতল/ পাহাড়ি ভূমি	উঁচু/সমতল/ পাহাড়ি ভূমি

২০২৬

বাংলাদেশের ভূমিরূপ মূলত তিন ভাগে বিভক্ত—

- ☐ পাহাড়ি ভূমি
- ☐ সোপান ভূমি যা সমতল ভূমির চেয়ে বেশ কিছুটা উঁচু
- ☐ সমতল ভূমি

খ) পূর্বের কাজের ধারণার আলোকে মানচিত্রে চিহ্নিত অঞ্চল অনুযায়ী খালি ঘরে ভূমির ধরনের নাম লিখি।

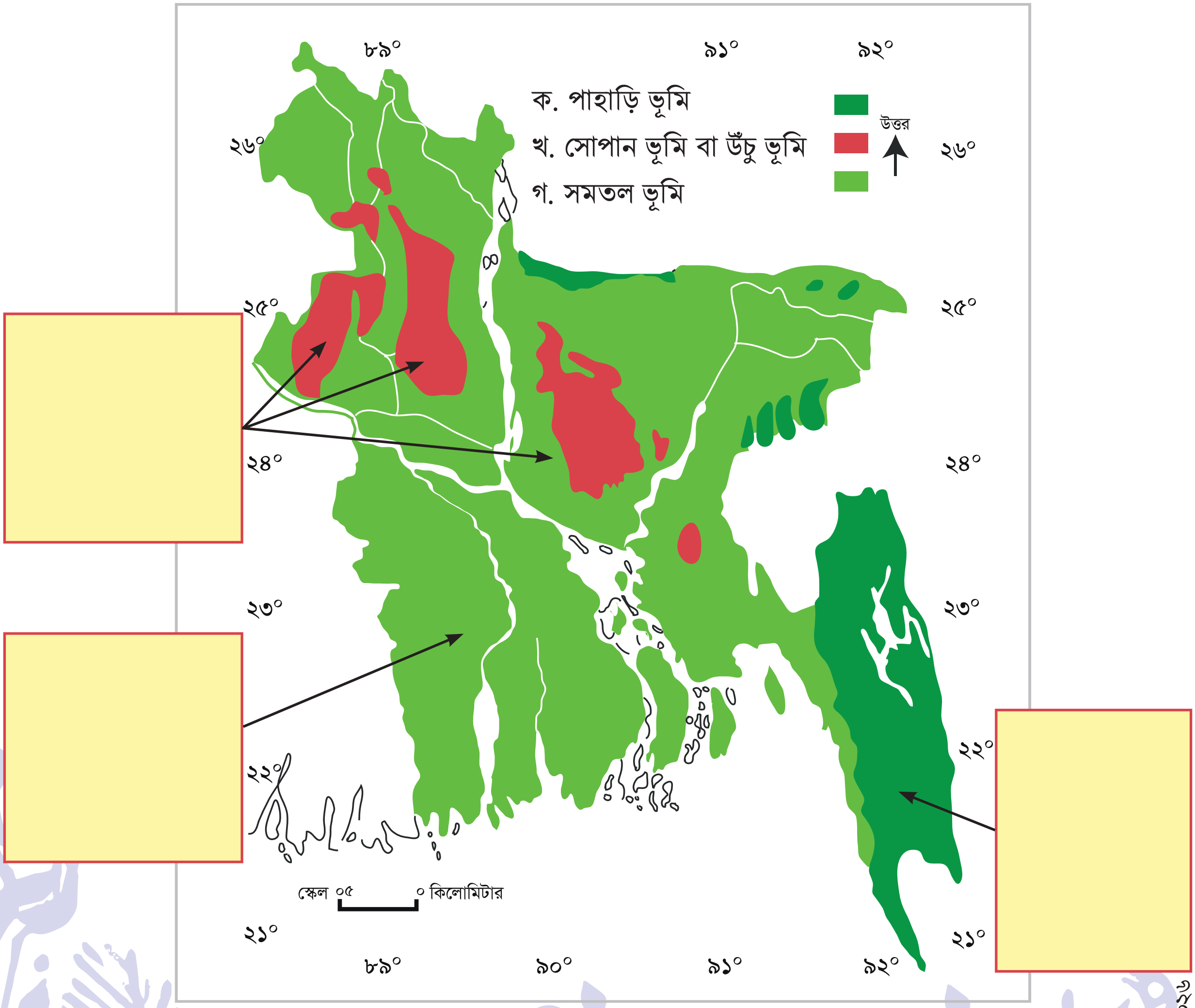

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এটি পৃথিবীর একটি বৃহত্তম ব-দ্বীপ। দেশের সব অঞ্চলের ভূমির ধরন এক নয়। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ভূমি কিছুটা ঢালু, ফলে সকল নদ-নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

পাহাড়ি ভূমি

বাংলাদেশের প্রায় ১২ ভাগ পাহাড়ি ভূমি। চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার অঞ্চলে পাহাড়ি ভূমি বা পাহাড়গুলো অবস্থিত। এগুলোই বাংলাদেশের উঁচু পাহাড়। এ পাহাড়গুলো পাথুরে। সিলেট বিভাগের জেলাগুলোতেও কিছু ছোটো-বড়ো পাহাড় দেখা যায়। ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা ও জামালপুর জেলার সীমান্ত এলাকায় দেখা যায় গারো পাহাড়। পাহাড়ের গহিনে লুকিয়ে আছে অসংখ্য ঝরনা ও জলপ্রপাত। পাহাড়ের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোটো-বড়ো ঝরনা ও নদী। এগুলো গৃহস্থালি ও কৃষিকাজের পানির উৎস। তৃষ্ণা মেটায় পশুপাখির। সংরক্ষিত বন ও অনেক বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য এই পাহাড়ি অঞ্চল।

সোপান ভূমি

সোপান ভূমি সমতল ভূমি থেকে উঁচু এবং পাহাড় থেকে নিচু ভূমি। রাজশাহী অঞ্চলের 'বরেন্দ্রভূমি', ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের 'মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়', কুমিল্লার 'লালমাই পাহাড়' এলাকায় সোপান ভূমির অবস্থান। দেশের প্রায় ৮ ভাগ সোপান ভূমি। সোপান ভূমির মাটি পুরানো পলি দ্বারা গঠিত। এসব মাটি ধূসর ও লালচে বর্ণের। এখানে আছে মূল্যবান শালবন। এ বন কড়ই, বহেড়াসহ বিচিত্র উদ্ভিদ ও নানা বন্য প্রাণীর আবাস। এছাড়া এ অঞ্চলে প্রচুর কৃষিজ পণ্য উৎপন্ন হয়।

সমতল ভূমি

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদ-নদী ও এগুলোর শাখা-উপশাখা বয়ে আনে পলিমাটি। এ মাটি দ্বারা গঠিত বাংলাদেশের সমতল ভূমি। একে প্লাবন সমভূমিও বলে। দেশের প্রায় ৮০ ভাগ ভূমিই প্লাবন সমভূমি। এখানকার মাটি খুবই উর্বর। সমতল ভূমি দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলকেন্দ্র। এ সমভূমি অঞ্চলে বিল, ঝিল ও হাওর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

টাঙ্গুয়ার হাওর

২০২৬

গ) উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে নিচের চিত্রে লিখি।

১. ....
২. ....
৩. ....

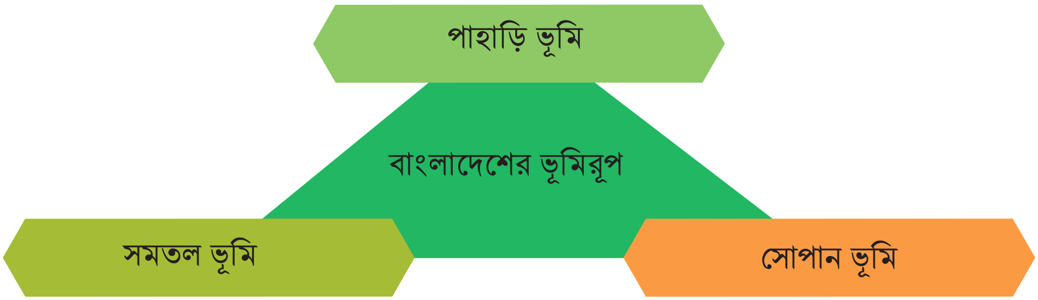

১. ....
২. ....
৩. ....

১. ....
২. ....
৩. ....

ঘ) আমি যে এলাকায় বাস করি সে এলাকার ভূমিরূপ শনাক্ত করি এবং সেই ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য লিখি।

ভূমিরূপ	বৈশিষ্ট্য

২০২৪

২ বাংলাদেশের নদ-নদী

ক) মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করে পাশে দেওয়া খালি ঘরে বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীর নাম লিখি।

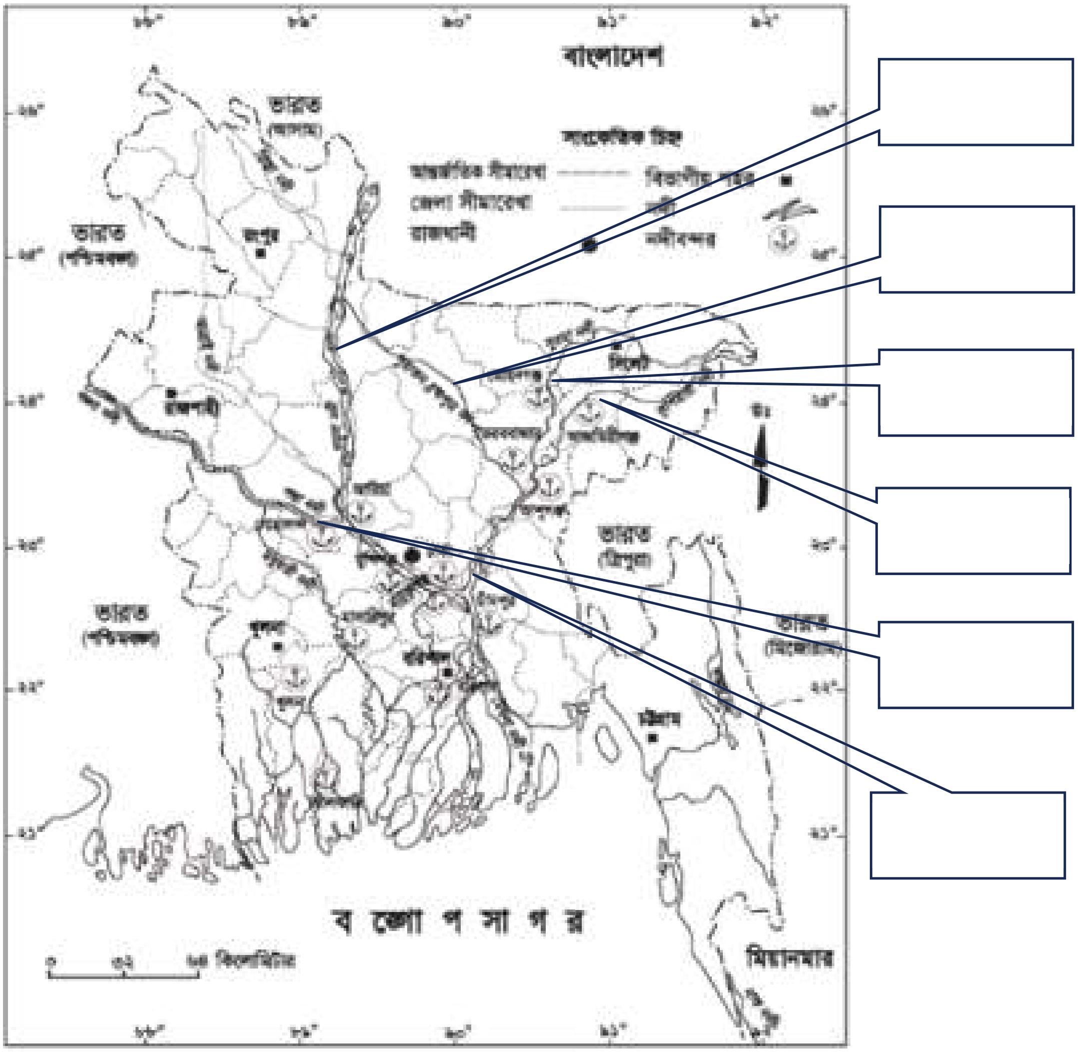

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। অসংখ্য ছোটো-বড়ো নদী এদেশের আনাচকানাচে ছড়িয়ে আছে। আমাদের দেশের প্রধান নদ-নদী হলো পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, সুরমা, কুশিয়ারা ইত্যাদি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নদ-নদী নানাভাবে জড়িয়ে আছে। নদীকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে শহর গড়ে উঠেছে। নদ-নদী এ দেশের মানুষের মাছের চাহিদা মেটায়। কৃষিকাজে সেচের পানির প্রধানতম উৎস হচ্ছে নদ-নদী। নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সেচ প্রকল্প। বর্ষাকালে নদ-নদীর বয়ে আনা

পলি আমাদের কৃষিজমিকে উর্বর করে। বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নদ-নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। নদীপথে পণ্য পরিবহন অধিকতর সহজ। নদীকে কেন্দ্র করেই কাপ্তাইয়ে স্থাপিত হয়েছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। এভাবেই নদ-নদী আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

খ) উপরের অনুচ্ছেদটুকু পড়ে বাংলাদেশের উল্লিখিত ক্ষেত্রে নদ-নদীর কী গুরুত্ব তা নিচের ছকে উল্লেখ করি।

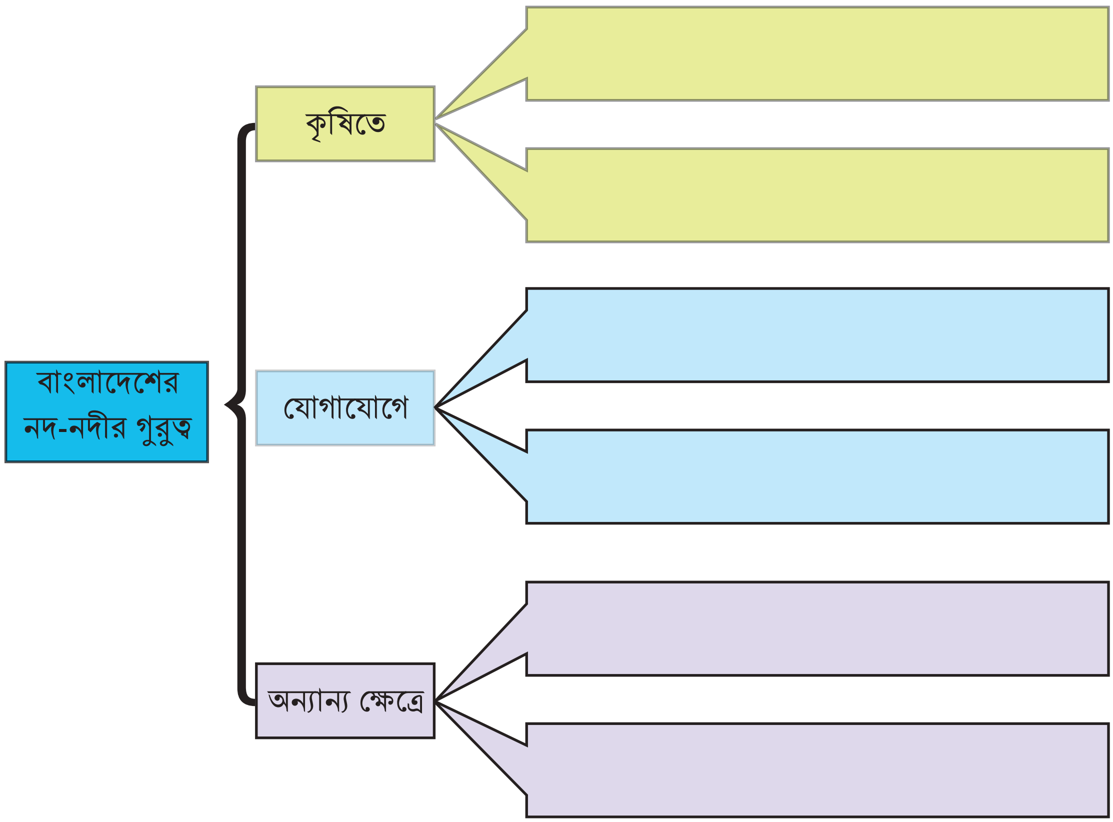

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের জীবন-জীবিকা নদীর উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের যোগাযোগব্যবস্থা অনেকাংশে নদীনির্ভর। নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নদীবন্দর। এ নদীবন্দরগুলো ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্য পরিবহনসহ নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। এই নৌপথকে ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছে কর্মসংস্থানের। নৌপথে পরিবহন খরচও সবচেয়ে কম। আমাদের অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অনেক অবদান। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ মৎস্য খাতে নিয়োজিত। আমাদের দেশ নদ-নদীর মাছ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। নদ-নদীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ এ দেশের অনেক পর্যটক। এই নদীকেন্দ্রিক পর্যটনশিল্পও আমাদের একটি অর্থনৈতিক খাত।

গ) উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ে নদীভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করি এবং তার একটি তালিকা তৈরি করি।

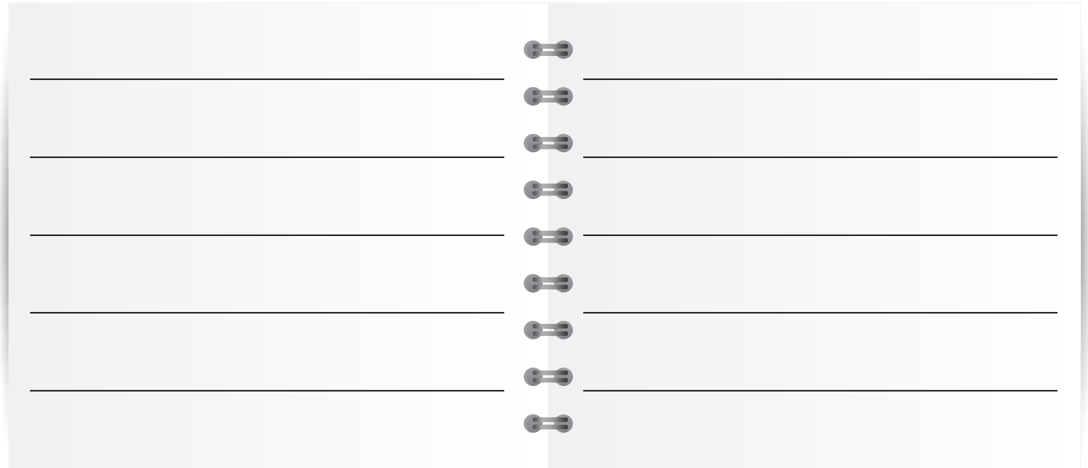

আমাদের সভ্যতা পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা দ্বারা প্রভাবিত। নদ-নদী এদেশের গর্ব, আমাদের ঐতিহ্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। নদীতে বর্জ্য ফেলা, স্রোতের পরিবর্তন, নদী ভরাট ও দখল করা অপরাধ। এ সকল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। নদীদূষণ রক্ষার্থে শিল্পবর্জ্য শোধনাগার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনাগার তৈরি করতে হবে। বলা হয়, যেখানে নদী মারা গেছে সেখানে সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। মরা নদীকে খনন করে ফিরিয়ে দিতে হবে তার আসল রূপ। নদী রক্ষায় তীর বা পাড় বাঁধাই করতে হবে। নদীতে পলিথিন ও প্লাস্টিক ফেলা যাবে না। বালু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। শিল্প কারখানার বর্জ্য নদীতে নির্গমন বন্ধ করতে হবে। মৎস্যসম্পদের আবাস ও বংশবৃদ্ধি বিঘ্নিত করা যাবে না।

ঘ) আমার জেলায় অবস্থিত নদীর তালিকা তৈরি করি এবং উপরের অনুচ্ছেদের আলোকে তা রক্ষা করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা লিখি।

আমার জেলার নদ-নদী	নদ-নদী রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপ

৩ বাংলাদেশের কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্য

ক) নিচের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১. বাম পাশের ছবির কোনটি কৃষিজাত পণ্য ও কোনটি শিল্পজাত পণ্য?

....

২. কৃষিজাত পণ্যটি আমাদের কী কী কাজে লাগে?

....

৩. শিল্পজাত পণ্যটি আমাদের কী কী কাজে লাগে?

....

১. উপরের ছবি দুটির কোনটি কৃষিজাত পণ্য ও কোনটি শিল্পজাত পণ্য?

....

২. কৃষিজাত পণ্যটি আমাদের কী কী কাজে লাগে?

....

৩. শিল্পজাত পণ্যটি আমাদের কী কী কাজে লাগে?

....

রুপা: মৌসুমি ফল শরীরের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়

রিদিশা: মসুর, মুগ, মটর আমাদের আমিষের ঘাটতি পূরণ করতে সহায়তা করে

আরিশা: আমরা সবজি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সবজি আমাদের পুষ্টি জোগায়

কুসুম: আমরা মাছ উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। মাছ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করে। এটি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করি

রেহান: ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। এটি আমাদের শর্করার জোগান দেয়

আকাশ: পাটকে সোনালি আঁশ বলা হয়। এটি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আসে

নাজিফা: হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু আমাদের মাংসের চাহিদা মেটায়

খ) আকাশ, রুপা, রিদিশা, আরিশা, কুসুম, রেহান ও নাজিফার বিবৃতিগুলো পড়ে বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যের গুরুত্বের উপর একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

২০২৬

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রপ্তানিমুখী শিল্পজাত পণ্য হলো— পোশাক ও বস্ত্র, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, চা ও ঔষধ। এধরনের শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। রপ্তানিমুখী শিল্পজাত পণ্য ছাড়াও দেশে নানা ধরনের শিল্পজাত পণ্য উৎপাদিত হয়, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটায়। যেমন- নানা ধরনের বাসনপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, প্রসাধনসামগ্রী, আসবাবপত্র ইত্যাদি। এ জাতীয় শিল্পজাত পণ্য দেশে উৎপাদনের ফলে আমদানি ব্যয় কম হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সিমেন্ট, জাহাজ, খাদ্য ও পানীয় এবং হস্তশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ শিল্পজাত পণ্যের দেশে ও বিদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ফলে একদিকে যেমন এর প্রসার বাড়ছে, অন্যদিকে কর্মসংস্থান ও আর্থিক লেনদেন বাড়ছে। কর্মসংস্থানের ফলে মানুষের জীবনযাপনের মান উন্নীত হয়। শিল্পের প্রসার যত ঘটবে, কর্মসংস্থানও তত বাড়বে। তাই শিল্পের প্রসারের জন্য আমাদের বিদেশি পণ্য ব্যবহার কমাতে হবে। দেশীয় পণ্য ব্যবহার করতে হবে। ‘দেশি পণ্য, কিনে হও ধন্য’– এই কথায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

গ) উপরের অনুচ্ছেদটুকু পড়ে বাংলাদেশের শিল্পজাত পণ্যের গুরুত্ব লিখি।

ঘ) নিচের সুমন, নুহা, আরিশা, রেহান, বাদল ও কুসুমের বিবৃতিগুলো পড়ি এবং খালি ঘরে প্রশ্নের উত্তর লিখি।

আমি দোকানে গেলে দেশি জামাকাপড় খুঁজি

সুমন

আমি কী করব? কেন?

আমি বিদেশি জিনিস বেশি পছন্দ করি

নুহা

আমি কী করব? কেন?

আমি বাজারে গেলে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করি

আরিশা

আমি কী করব? কেন?

আমি বিদেশি পণ্য দিয়ে ঘর সাজাতে পছন্দ করি

রেহান

আমি কী করব? কেন?

আমি দেশি জুতা কিনি ও ব্যবহার করি

বাদল

আমি কী করব? কেন?

আমি দেশি পণ্য কিনে দেশের টাকা দেশে রাখি

কুসুম

আমি কী করব? কেন?

২০২৬

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের ভূমিরূপ হলো—
ক) উঁচু ভূমি খ) সমতল ভূমি গ) পাহাড়ি ভূমি ঘ) সোপান ভূমি

২. বাংলাদেশের ভূমি কোন দিকে কিছুটা ঢালু?
ক) উত্তর থেকে দক্ষিণ খ) দক্ষিণ থেকে উত্তর গ) পূর্ব থেকে পশ্চিম ঘ) পশ্চিম থেকে পূর্ব

৩. মালামাল পরিবহণে কোন মাধ্যমের পরিবহণ খরচ কম?
ক) জলপথ খ) স্থলপথ গ) আকাশপথ ঘ) রেলপথ

৪. আমরা পণ্য কেনার সময় কোন পণ্যকে প্রাধান্য দেব?
ক) দামি পণ্য খ) আমদানিকৃত পণ্য গ) দেশি পণ্য ঘ) বিদেশি পণ্য

খ. সত্য হলে তার পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে তার পাশে 'মি' লেখো।

১) কুমিল্লার 'লালমাই পাহাড়' পাহাড়ি ভূমির অন্তর্ভুক্ত।
২) পলিমাটি দ্বারা গঠিত ভূমিকে প্লাবন সমভূমি বলে।
৩) সমভূমির উর্বর মাটি কৃষিকাজের উপযোগী।
৪) নদীতে বর্জ্য ফেলা, স্রোতের পরিবর্তন, নদী ভরাট ও দখল করা অপরাধ।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো

বাম পাশ	ডান পাশ
পাহাড়ি ভূমি	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল
সমতল ভূমি	বান্দরবান, পিরোজপুর
সোপান	ঝালকাঠি, পিরোজপুর
	খাগড়াছড়ি, ময়মনসিংহ
	বান্দরবান, খাগড়াছড়ি

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদ-নদীর নাম লেখো।
২) বাংলাদেশের সোপান ভূমিতে সাধারণত কোন ধরনের বৃক্ষ জন্মে?
৩) সমতল ভূমি কেন বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলকেন্দ্র?
৪) তিনটি শিল্পজাত পণ্যের নাম লেখো।

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১) আমাদের জীবনে নদ-নদীর প্রভাব সম্পর্কে লেখো।
২) নদীদূষণ রোধে আমাদের করণীয় বর্ণনা করো।
৩) রপ্তানিমুখী শিল্পজাত পণ্য কীভাবে আমাদের জীবন ও জীবিকাকে উন্নত করে তা লেখো।

অধ্যায় ১১

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

১ বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

১৯৭৪ সাল থেকে বাংলাদেশে আদমশুমারি/জনশুমারি শুরু হয়। সাধারণত ১০ বছর পরপর জনশুমারি হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ের জনশুমারির তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের গণনাকৃত জনসংখ্যার চিত্র তুলে ধরা হলো।

শুমারির সাল	গণনাকৃত মোট জনসংখ্যা
১৯৭৪	৭ কোটি ৬৪ লক্ষ
১৯৮১	৮ কোটি ৯৯ লক্ষ
১৯৯১	১১ কোটি ১৫ লক্ষ
২০০১	১৩ কোটি ০৫ লক্ষ
২০১১	১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ
২০২২	১৬ কোটি ৫৮ লক্ষ

ছক-১

ক) উপরে দেওয়া জনসংখ্যার ছকটি পড়ি এবং শুমারির সাল অনুযায়ী জনসংখ্যার কী পরিবর্তন হয়েছে তা বের করি।

সময়	জনসংখ্যার পরিবর্তন
১৯৭৪ থেকে ১৯৮১	১ কোটি ৩৫ লক্ষ জনসংখ্যা বেড়েছে
১৯৮১ থেকে ১৯৯১	
১৯৯১ থেকে ২০০১	
২০০১ থেকে ২০১১	
২০১১ থেকে ২০২২	

২০২৬

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বৃদ্ধির হার		
সাল	গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার	জনসংখ্যার ঘনত্ব (জন)
১৯৮১	২.৮৪	৫৯০
১৯৯১	২.০১	৭২০
২০০১	১.৫৮	৮৪৩
২০১১	১.৪৬	৯৭৬
২০২২	১.২২	১১১৯

ছক-২

একটি দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে যতজন লোক বাস করে, তাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে। আর গড়ে বছরে প্রতি ১০০ জনে কতজন লোক বৃদ্ধি পায়, তা-ই জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দশম। সিঙ্গাপুরের অবস্থান তৃতীয় এবং হংকং চতুর্থ। ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থান যথাক্রমে তেত্রিশতম ও ছাপ্পান্নতম।

খ) উপরের ছক-২ এর তথ্য পড়ে ১৯৮১ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ও জনসংখ্যার ঘনত্বের তুলনা করি।

সাল	ঘনত্বের হ্রাস বা বৃদ্ধি	গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হারের হ্রাস বা বৃদ্ধি
১৯৮১ থেকে ১৯৯১		
১৯৯১ থেকে ২০০১		
২০০১ থেকে ২০১১		
২০১১ থেকে ২০২২		

গ) উপরের ছক-১ ও ছক-২ এর তথ্যের আলোকে নিচের ছকে ১৯৮১ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা ও গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হারের তথ্য লিখি এবং জনসংখ্যা ও গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হারের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে তা নির্ণয় করি।

সাল	জনসংখ্যা	গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার
১৯৮১		
১৯৯১		
২০০১		
২০১১		
২০২২		

জনসংখ্যা ও গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হারের পরিবর্তন	

২ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

ক) ছবিটি দেখি ও নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে লিখি।

ছবিটি কীসের?	
পরিবারের সদস্যসংখ্যা কম না বেশি?	
অধিক জনসংখ্যার কারণে পরিবারে কী কী অসুবিধা হয়?	

অধিক জনসংখ্যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর নানাধরনের চাপ সৃষ্টি করে। ফলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণ হয় না। অধিক জনসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রয়োজন হয়। এসব প্রয়োজন মেটাতে পরিবার ও রাষ্ট্র হিমশিম খায়। গৃহহীনের সংখ্যা বেড়ে যায়। সমাজে অপরাধ বেড়ে যায়।

২০২৬

পরিবার তার সদস্যদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে পারে না। দেশের শতভাগ লোককে সাক্ষর করা যাচ্ছে না। ফলে দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে না। বেকার লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদা মোতাবেক স্বাস্থ্যসেবা না পাওয়ায় অসুস্থ মানুষের সংখ্যা ও মৃত্যুহার বেড়ে যাচ্ছে।

অধিক জনসংখ্যার জন্য আবাদি জমির উপর চাপ পড়ে। পাহাড় ও গাছপালা কেটে বাসস্থান তৈরি করে। নদীনালায় ময়লা-আবর্জনা ফেলে দূষিত করে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। অধিক জনসংখ্যা মানুষের যাতায়াতে অসুবিধা সৃষ্টি করে। ফলে যানবাহনের উপর অধিক চাপ সৃষ্টি হয়।

খ) উপরের অনুচ্ছেদটুকু পড়ে নিচের মাইন্ডম্যাপটি সম্পূর্ণ করি।

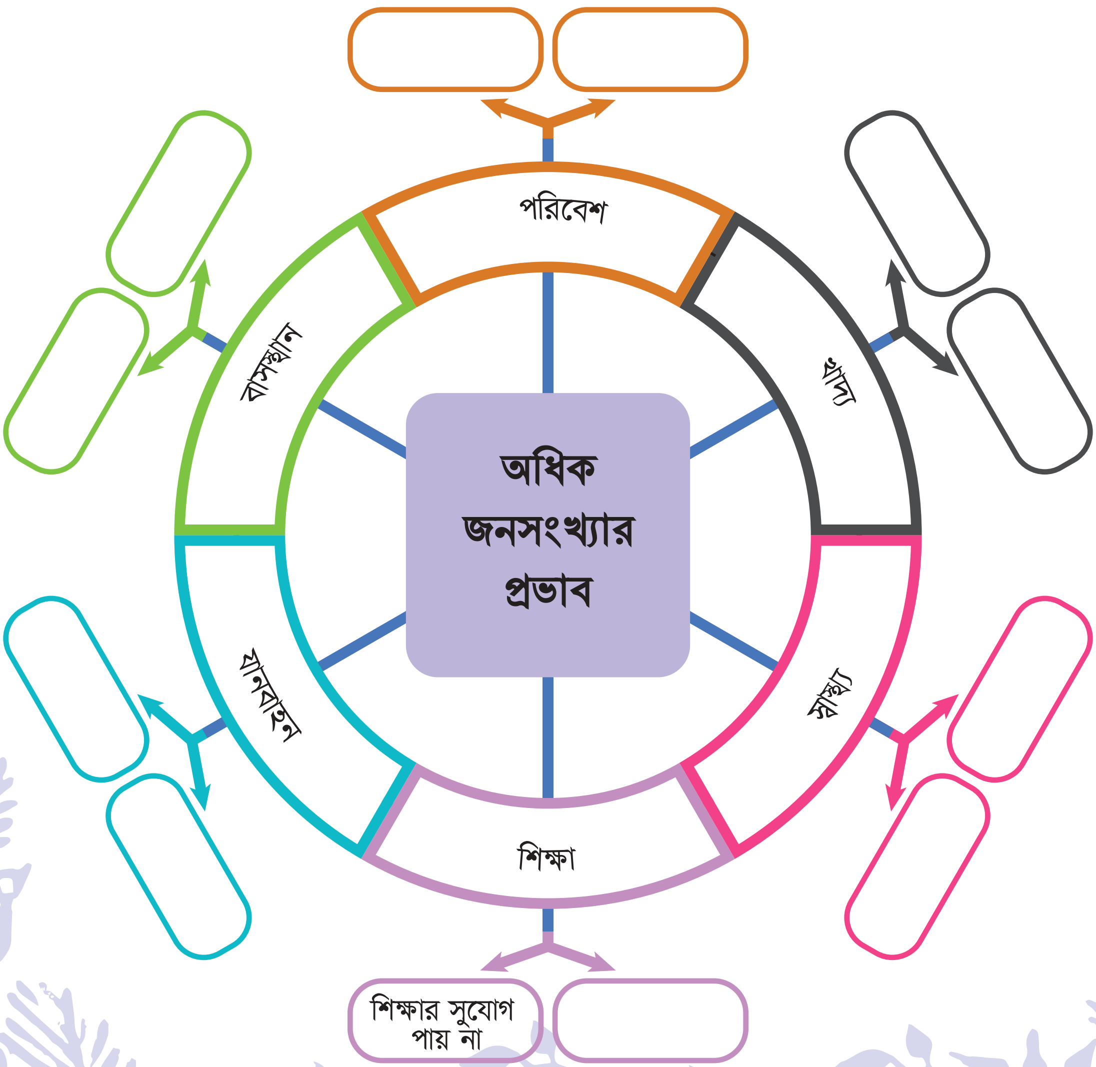

২০২৩

গ) পূর্বের তথ্যের আলোকে অতিরিক্ত জনসংখ্যা না হলে কী কী সুবিধা হতো তা লিখি।

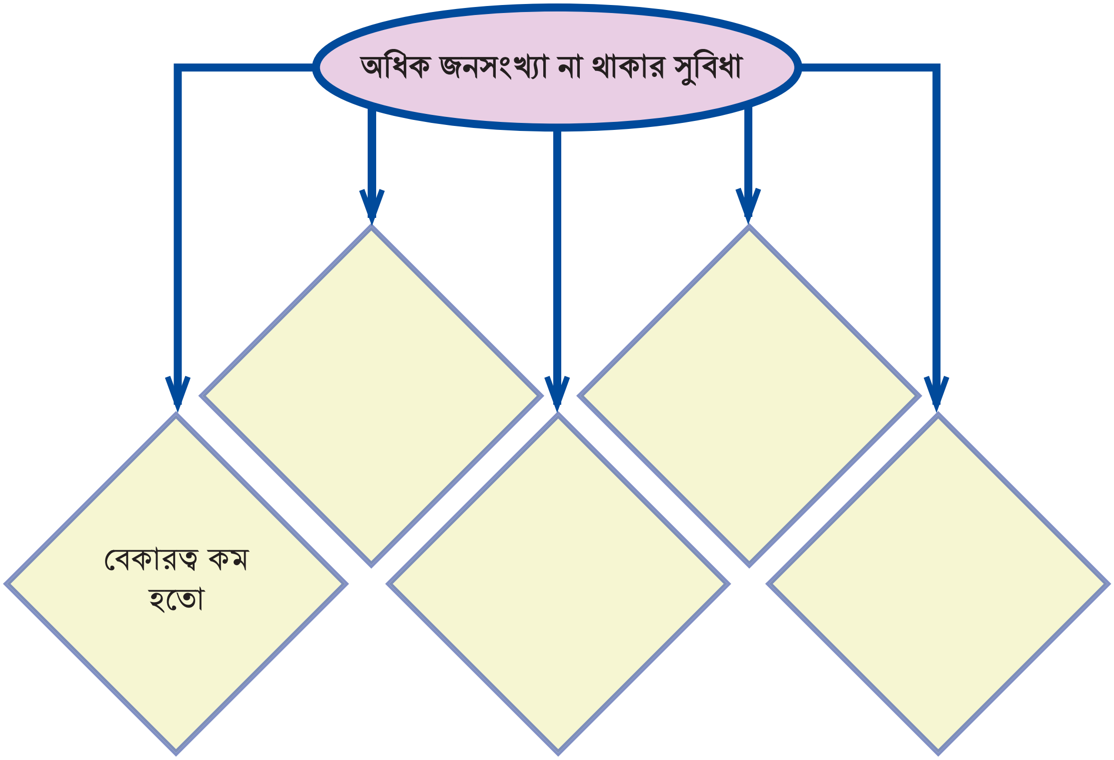

ঘ) নিপুর পরিবারে সদস্যসংখ্যা অধিক। তার পরিবারে কী কী সমস্যা হতে পারে তা লিখি।

ক্রমিক	সমস্যা
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

২০২৬

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. সাধারণত কত বছর পরপর আদমশুমারি হয়ে থাকে?

ক) ১০ বছর খ) ১২ বছর গ) ১৫ বছর ঘ) ২০ বছর

২. জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ----------

ক) হ্রাস পায় খ) অপরিবর্তিত থাকে গ) বৃদ্ধি পায় ঘ) সর্বোচ্চ হয়

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১) সর্বশেষ আদমশুমারিতে গণনাকৃত বাংলাদেশের জনসংখ্যা ---------- কোটি ৫৮ লক্ষ।

২) ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ----------।

৩) বাসস্থানের জন্য অধিক হারে গাছপালা কাটা ---------- ভারসাম্য নষ্ট করে।

গ. সত্য হলে তার পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে তার পাশে 'মি' লেখো।

১) অধিক জনসংখ্যা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে।

২) অধিক জনসংখ্যার ফলে যানবাহনে অতিরিক্ত চাপ পড়ে।

৩) নদী-নালায় ময়লা-আবর্জনা ফেললে পানি দূষিত হয়।

৪) পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে অধিক সংখ্যক দক্ষ জনবল তৈরি হয়।

ঘ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
বাংলাদেশে জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন ছিল	১৯৮১ সালে
জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান	বিশ্বে চতুর্থ
পাহাড় ও গাছপালা কাটা বন্ধ হলে	পরিবেশ দূষিত হয়
যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেললে	২০২২ সালে
	বিশ্বে দশম
	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে

ঙ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

১. পরিবারের সদস্য কম হলে কী কী সুবিধা হয়?

২. ২০০১ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে?

৩. আবাদি জমিতে বাসস্থান নির্মাণ কীরূপ সমস্যা সৃষ্টি করে?

চ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন।

১. পরিবারে সদস্যসংখ্যা অধিক হলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

২. অধিক জনসংখ্যা সমাজে কী কী অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে তা বর্ণনা করো।

৩. অধিক জনসংখ্যা পরিবেশের উপর কী কী প্রভাব ফেলে?

অধ্যায় ১২

শ্রম ও পেশা

১ শ্রমের প্রয়োজনীয়তা

ছবি-১

ছবি-২

ক) উপরের ছবি দুটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি।

	প্রশ্ন	উত্তর
ছবি-১	১. তাঁরা কী কাজ করছেন? ২. তাঁদের কী বলা হয়? ৩. এ কাজ করতে তাঁরা কী ধরনের শ্রম ব্যবহার করেন?	১. ২. ৩.
ছবি-২	১. মহিলাটি কী কাজ করছেন? ২. তাঁকে কী বলা হয়? ৩. এ কাজ করতে তিনি কী ধরনের শ্রম ব্যবহার করেন?	১. ২. ৩.

২০২৬

সমাজের নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন পেশার মানুষ রয়েছে। প্রতিটি পেশার মানুষ শ্রম দিয়ে থাকেন। প্রতিটি পেশার মানুষ দৈহিক ও মানসিক শ্রম দেন। কোনো পেশায় দৈহিক শ্রম বেশি, আবার কোনো পেশায় মানসিক শ্রম বেশি প্রয়োজন হয়।

খ) আমাদের আশপাশে থাকা বিভিন্ন পেশার মানুষ, যাঁরা শ্রম দিয়ে থাকেন, তাঁদের তালিকা তৈরি করি।

১)	৫) ....
২)	৬) ....
৩)	৭) ....
৪)	৮) ....

আজাদ তখন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় সে শিক্ষক হবে। কিন্তু পড়াশোনায় ভালো ফল করতে পারে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে বলেন। উৎসাহ পেয়ে নিজের শ্রম ও মেধা দিয়ে শিক্ষা অর্জন করতে থাকে। তার পরিশ্রম সার্থক হয়। শিক্ষক হয়ে সে তার লক্ষ্য অর্জন করে।

শুরু হয় তাঁর নতুন পথচলা। নিজেকে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি প্রচুর শ্রম দেন। তাঁর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা খুবই আনন্দ পায়। শিক্ষার্থীরা তাঁকে খুব ভালোবাসে ও সম্মান করে। বিদ্যালয়ের নানা কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি সব সময় বিদ্যালয়ের উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা করেন। তিনি ভাবেন, ভালো কাজের জন্য শ্রম দিতেই হবে। তাঁর এ শ্রম শিক্ষার্থী ও সমাজের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দেয়। তিনি এতে আনন্দ পান। তিনি মনে করেন, এ শ্রম তাঁর দেশসেবার জন্য।

গ) গল্পটি পড়ি ও কেন শ্রমের প্রয়োজন সে সম্পর্কিত মাইন্ডম্যাপ তৈরি করি।

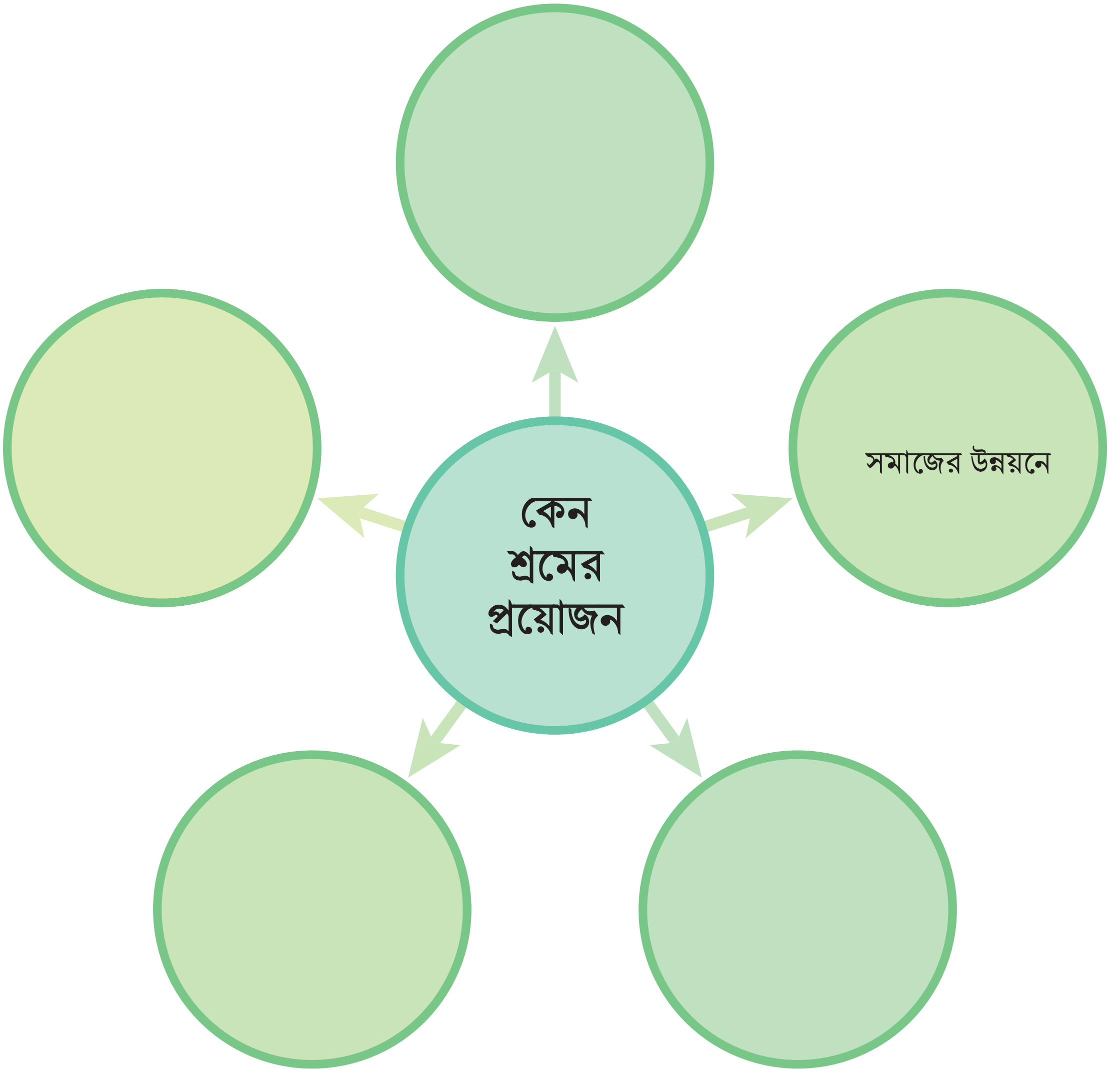

ঘ) বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর রাখতে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রম দেবো তার তালিকা তৈরি করি।

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

২ পেশার গুরুত্ব

ছবি-১

ছবি-২

ক) ছবি দুটি পর্যবেক্ষণ করি ও প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি।

	প্রশ্ন	উত্তর
ছবি- ১	১. তাঁরা কী কাজ করছেন? ২. তাঁদের পেশা কী? ৩. সমাজে এ পেশাজীবীদের গুরুত্ব কী?	১. ২. ৩.
ছবি- ২	১. তাঁরা কী কাজ করছেন? ২. এ পেশার নাম কী? ৩. এ পেশাজীবীদের আমাদের প্রয়োজন কেন?	১. ২. ৩.

২০২৪

আমি পণ্য বেচাকেনা করি।
আমি ন্যায্যমূল্য রাখি।
আমি ওজনে কম দিই না।

আমার পেশার নাম কী?

পেশাজীবী— ১

আমি মানুষের রোগ নির্ণয় করি।
রোগ অনুযায়ী ওষুধ দিই।
মানুষকে অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকি।

আমার পেশার নাম কী?

পেশাজীবী—২

খ) উপরের তথ্যগুলো পড়ে পেশাজীবী চিহ্নিত করি এবং এ পেশাজীবীরা আমাদের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ তা লিখি।

	পেশার পরিচয়	কেন গুরুত্বপূর্ণ
পেশাজীবী - ১		১. ২. ৩.
পেশাজীবী - ২		১. ২. ৩.

২০২৬

গ) আমাদের চারপাশে থাকা আরও অন্য পেশাজীবী খুঁজি এবং সমাজে কেন তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ তা লিখি।

পেশার নাম	কেন গুরুত্বপূর্ণ
	....
	....
	....
	....
	....
	....

পেশার নাম	কেন গুরুত্বপূর্ণ
	....
	....
	....
	....
	....
	....

পেশার নাম	কেন গুরুত্বপূর্ণ
	....
	....
	....
	....
	....
	....

পেশার নাম	কেন গুরুত্বপূর্ণ
	....
	....
	....
	....
	....
	....

ঘ) নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করি এবং এর সপক্ষে তথ্য প্রদান করি।

১. আমি বড়ো হয়ে কোন পেশা গ্রহণ করতে চাই?	
২. আমার বাছাই করা পেশায় কাজ করতে কী কী যোগ্যতা লাগবে?	
৩. এ পেশার মাধ্যমে আমি কী ভূমিকা পালন করতে পারি?	

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. কোন পেশায় মানসিক শ্রম বেশি প্রয়োজন?

ক) চালক　খ) শিক্ষক　গ) পোশাকশ্রমিক　ঘ) ট্র্যাফিক পুলিশ

২. বিভিন্ন পেশায় মানুষের শ্রমদানের মূল উদ্দেশ্য কোনটি হওয়া উচিত?

ক) দেশের সেবা করা　খ) নিজের সুনাম অর্জন

গ) উন্নত জীবনযাপন　ঘ) ধনী হওয়া

৩. নিচের কোন পেশাজীবী গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ সহায়তা করে?

ক) দিনমজুর　খ) অগ্নিনির্বাপণকর্মী　গ) ট্র্যাফিক পুলিশ　ঘ) গাড়ির কারিগর

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১) প্রত্যেক পেশার মানুষ দৈহিক ও --------- শ্রম দেন।

২) যিনি ভালো কাজের জন্য প্রচুর শ্রম দেন, তাঁকে সকলে --------- করে।

৩) পরিবার ও সমাজের কল্যাণের জন্য ---------প্রয়োজন।

৪) প্রত্যেক বিক্রেতার উচিত ন্যায্য --------- দ্রব্য বিক্রি করা।

গ. সত্য হলে তার পাশে ‘স’ ও মিথ্যা হলে তার পাশে ‘মি’ লেখো।

১) সকল পেশায় দৈহিক ও মানসিক শ্রম সমান।

২) পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মানসিক শ্রম বেশি।

৩) শ্রম ও মেধা দিয়ে শিক্ষা অর্জন করলে সফল হওয়া যায়।

৪) দেশ সেবার জন্য শ্রম দান করতে হয়।

৫) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা অধিক।

ঘ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) পরিচ্ছন্নতাকর্মী কেন প্রয়োজন?

২) তোমার আশপাশে কোন কোন পেশার মানুষ আছে?

৩) দোকানদারকে পণ্য বেচাকেনায় কোন দুটি বিষয় মেনে চলা উচিত?

ঙ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১) তোমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে তুমি কীভাবে ভূমিকা পালন করবে তা বর্ণনা করো।

অধ্যায় ১৩

অর্থ ও সম্পদ

১ অর্থ ও সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার

ক) নিচের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

১. ছবিতে কী করা হচ্ছে?	উত্তর: ....
২. কী দিয়ে কেনাকাটা হচ্ছে?	উত্তর: ....
৩. এ ছবিতে কী কী সম্পদ আছে?	উত্তর: ....

ছবি - ১

ছবি - ২

১. ছবি দুটিতে কী করা হচ্ছে?

উত্তর: ....

২. কোন ছবিতে পানি অপচয় হচ্ছে?

উত্তর: ....

৩. কোন ছবিতে পানি সাশ্রয় হচ্ছে?

উত্তর: ....

২০২৪

১. গোসলের জন্য যতটুকু পানি প্রয়োজন ততটুকু ব্যবহার করি

২. প্রয়োজন ছাড়া লাইট ও ফ্যান ব্যবহার করি না

৩. মা সারাদিন নিবু নিবু করে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখেন

৪. আমি আমার খাতা-কলম নষ্ট না করে যথাযথভাবে ব্যবহার করি

৫. টিফিনের টাকা থেকে কিছু টাকা সঞ্চয় করি

৬. আমি প্লেটে খাবার রেখেই খাওয়া শেষ করি

খ) উপরের বিবৃতিগুলো পড়ে অর্থ ও সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার ও অপচয়-সংক্রান্ত বিবৃতি শ্রেণিকরণ করে ছকে নম্বর লিখি।

সাশ্রয়ী ব্যবহার	অপচয়

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা কাজে অর্থ ও সম্পদের ব্যবহার করে থাকি। টাকা দিয়ে আমরা পণ্য কেনাবেচা করে থাকি। পারিবারিক জীবনে খাদ্য, জামা-কাপড়, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি ক্রয় করতে টাকার প্রয়োজন। কিন্তু এই অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হতে হবে। পরিকল্পনা করে ব্যয় করলে অর্থের সাশ্রয় হয়, যা সঞ্চয়ের সহায়ক। বাড়ি ও বিদ্যালয়ে আমরা বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। বাড়িতে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হতে হবে। অযথা গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখা যাবে না। প্রয়োজন না থাকলেও অনেক সময় পানি ফুটাতে থাকি। এতে গ্যাসের অপচয় হয়। ঘরে কেউ নেই অথচ লাইট জ্বলছে, ফ্যান চলছে। এমন অপচয় না করে আমরা সাশ্রয়ী হতে পারি। বাড়ি বা বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা ঠিক নয়। ব্যবহারের পর পানির কল বন্ধ করা জরুরি। একইভাবে নিজ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে নষ্ট না হয়। একবার ব্যবহার করা যায় এমন জিনিসের পরিবর্তে বারবার ব্যবহারযোগ্য জিনিস ক্রয় করা উচিত। অনেক ব্যবহার উপযোগী জিনিস আছে যেমন-কাপড়, খেলনা যা আমরা ব্যবহার না করে ফেলে দিই, তা অন্যকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া যেতে পারে। এরকম পুনর্ব্যবহার করেও সম্পদের সাশ্রয় করা যায়। নানা ধরনের নষ্ট কাগজ, প্লাস্টিক ও ধাতব বস্তু দিয়ে পুনরায় নতুন দ্রব্য তৈরি করে ব্যবহার করা যায়। এতেও সম্পদের সাশ্রয় হয়। তাই অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারে আমাদের যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

গ) পূর্বের পৃষ্ঠার অনুচ্ছেদ পড়ি এবং অর্থ-সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার কীভাবে করা যায় তা লিখি।

সাশ্রয়ী ব্যবহারের উপায়
১. ব্যবহার শেষে গ্যাসের চুলা বন্ধ রাখা
২.
৩.
৪.
৫.

ঘ) আমি পরিবারে ও বিদ্যালয়ে কীভাবে অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হবো তা লিখি।

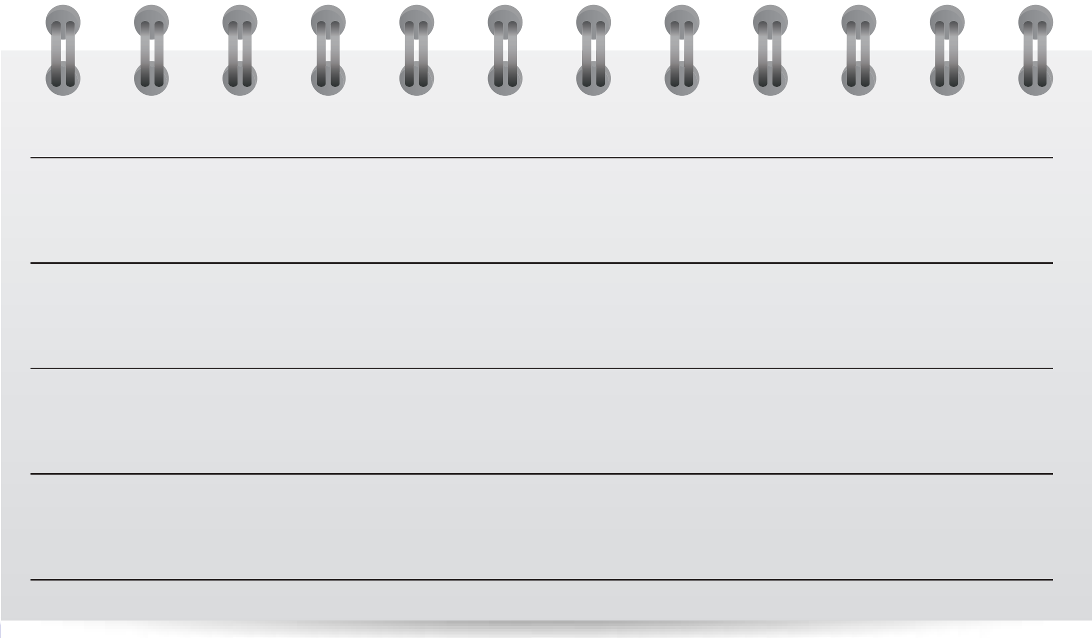

২ আমরা যেভাবে সঞ্চয় করতে পারি

ছবি-১

ছবি-২

ক) ছবি দুটি পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

প্রশ্ন	ছবি-১	ছবি-২
১. কীসের ছবি?		
২. ছবিতে কে কী করছে?		
৩. কেন টাকা বা পয়সা জমা রাখছে?		

রাজু এখন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। সে তৃতীয় শ্রেণিতে শিখেছে কেন অর্থ সঞ্চয় করতে হয়। এবার সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে টাকা সঞ্চয় করবে। কিন্তু কীভাবে? সে তার বাবা ও মায়ের কাছে এ বিষয়ে জানতে চায়। বাবা তাকে একটি মাটির ব্যাংক কিনে দেন। মা তাকে পাঁচ টাকার একটি ধাতব মুদ্রা দেন প্রথম সঞ্চয় হিসেবে। সে তা মাটির ব্যাংকে জমায়। শুরু হলো তার সঞ্চয় করা। বাবা ও মা মাঝে মাঝে টিফিনের জন্য টাকা দিতেন। সে টিফিনের টাকা সবটুকু খরচ করে না। একটু একটু করে সেই টাকা সঞ্চয় করে। কেউ যদি তাকে উপহার হিসেবে টাকা দেয়, সেই টাকাও সম্পূর্ণ খরচ করে না। সেখান থেকেও টাকা সঞ্চয় করে। বাড়ির সদস্যরা টাকা দেন, সে তা জমায়। সপ্তাহের শনিবার সে ‘ব্যয়হীন’ দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এদিন নিজের জন্য কোনো টাকা খরচ করবে না। সে কেনাকাটা করার সময় অনেক সচেতন থাকে। দোকানি যা চান তা দিয়ে না কিনে দরদাম যাচাই করে জিনিস কেনে। এতে টাকাও বেঁচে যায়। সে অন্যদেরও এমনভাবে খরচ করতে উৎসাহিত করে। সে ভেবে রেখেছে বড়ো হয়ে ব্যাংকে টাকা সঞ্চয় করবে।

২০২৬

খ) পূর্বের পৃষ্ঠার ঘটনাটি পড়ি ও টাকা-পয়সা সঞ্চয় করার পথগুলো খুঁজে বের করে লিখি।

গ) ভূমিকা অভিনয় (ক্রয় ও বিক্রয়: কিছু শিক্ষার্থী দোকানি সাজবে, কিছু শিক্ষার্থী ক্রেতা সাজবে। একাধিক দোকান হবে। ক্রেতা বিভিন্ন দোকানে দরদাম করে কম দামে জিনিস কিনবে। উদ্দেশ্য হলো টাকা সাশ্রয় করা)

ঘ) আমি বাড়িতে অর্থ সঞ্চয় করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করি।

গৃহীত কার্যক্রম
১.
২.
৩.
৪.

২০২৫

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১. পানি পান শেষে বোতলের অবশিষ্ট পানি ফেলে দেওয়া সম্পদের–

ক) যথাযথ ব্যবহার খ) সাশ্রয়ী ব্যবহার গ) অপচয় করা ঘ) বিকল্প ব্যবহার

২. পুরানো জামা-কাপড়, খেলনা ব্যবহার না করলে কী করা উচিত?

ক) ফেলে দেওয়া খ) অন্যকে দেওয়া গ) রেখে দেওয়া ঘ) পুড়িয়ে ফেলা

৩. অর্থ ও সম্পদ ব্যয়ে সাশ্রয়ী হলে কোনটি বৃদ্ধি পাবে?

ক) সঞ্চয় খ) কেনাকাটা গ) নগদ অর্থ ঘ) ভোগ

খ. সঠিক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

১) অর্থ দিয়ে পণ্য ------------ করা যায়।

২) উপহারের টাকা খরচ না করে ------------ করা যায়।

৩) রান্না শেষে গ্যাসের চুলা নিভিয়ে রাখলে ------------ সাশ্রয় হয়।

৪) অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারে সকলেরই ------------ হওয়া প্রয়োজন।

গ. সত্য হলে তার পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে তার পাশে 'মি' লেখ।

১) অর্থ দিয়ে শুধু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা যায়।

২) সম্পদ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া উচিত।

৩) আজকের সঞ্চয় আগামী দিনের সম্পদ।

ঘ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
দোকানে গিয়ে দরদাম করে	অন্যকে দেবো
মাটির ব্যাংকে টাকা রেখে	জিনিস কিনব
সম্পদের অপচয় রোধ করে	সঞ্চয় করা যায়
পুরানো পোশাক ফেলে না দিয়ে	নিরাপদে রাখা যায়
	অর্থ-সম্পদ বাড়ানো যায়
	নষ্ট করব

ঙ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) অর্থের কাজ কী?

২) সঞ্চয় করা কেন প্রয়োজন?

চ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১) সম্পদের অপচয় রোধের উপায় বর্ণনা করো।

২) মানুষের জীবনে কেন অর্থের প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করো।

৩) সঞ্চয় কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় তা বর্ণনা করো।

অধ্যায় ১৪

জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা

১ অগ্নিকাণ্ডজনিত জরুরি পরিস্থিতি ও সামাজিক প্রভাব

ছবি-১

ছবি-২

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ছবি	প্রশ্ন	উত্তর
ছবি-১	১. ঘরটিতে কী হয়েছে?	
	২. পুরুষ লোকটি কোথায় ফোন করছেন?	
	৩. অন্যরা কী করছেন?	
ছবি-২	১. বাজারটিতে কী ঘটেছে?	
	২. লোকজন কী করছেন?	
	৩. অগ্নিনির্বাপণ কর্মীরা কী করছেন?	

২০২৬

বাংলাদেশে আজকাল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বাড়ছে। ঘরবাড়ি, বস্তি, দোকানপাট, কলকারখানা, গার্মেন্টস, যানবাহন ইত্যাদিতে দুর্ঘটনাবশত আগুন লাগে। অসতর্কতা ও অসচেতনতা আগুন লাগার মূল কারণ। অনেক সময় কুপিবাতি, মোমবাতি, মশার কয়েল ব্যবহার ইত্যাদি থেকে আগুন লাগতে পারে। এছাড়া ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, অপ্রয়োজনে রান্নার চুলা জ্বালিয়ে রাখা প্রভৃতি কারণে আগুন লাগতে পারে। অগ্নিকাণ্ডে অনেক প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি হয়। আগুন ব্যবহারে আমাদের অধিকতর সতর্ক হতে হবে।

অগ্নিনির্বাপন সামগ্রী

খ) বিভিন্ন কারণে আগুন লাগতে পারে। আগুন লাগার কারণগুলো দিয়ে নিচের মাইন্ডম্যাপ সম্পূর্ণ করি।

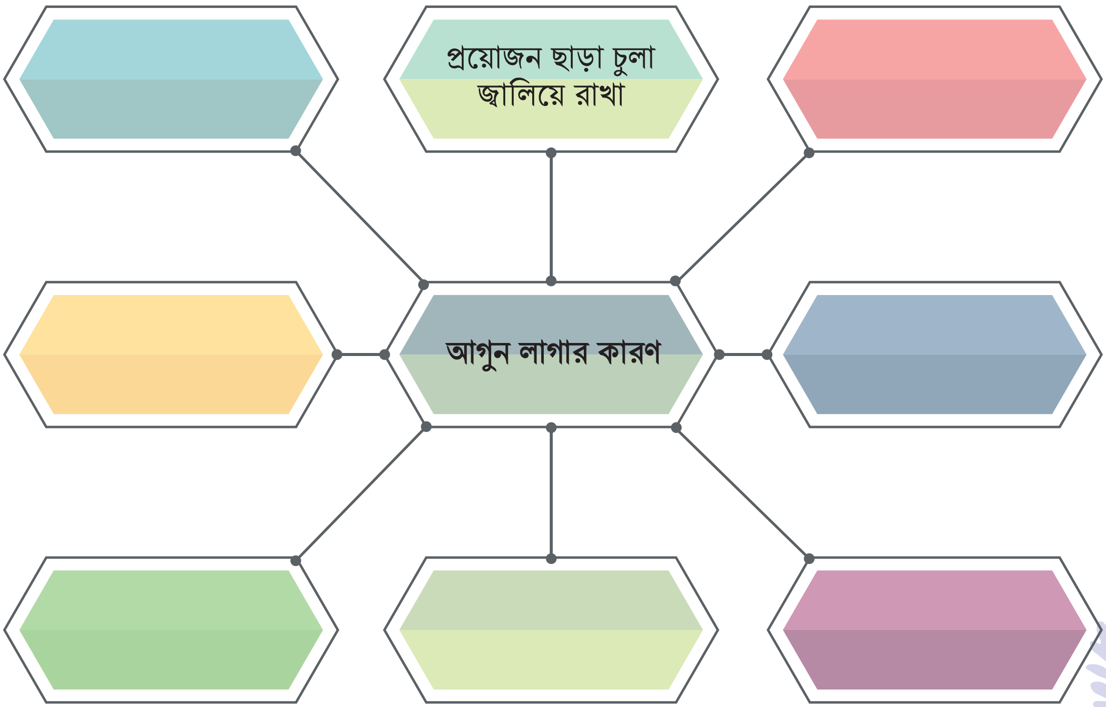

২০২৬

খ) বিভিন্ন কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। এ জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। নিচের সতর্কতামূলক নির্দেশনাগুলো পড়ি ও অনুধাবন করি।

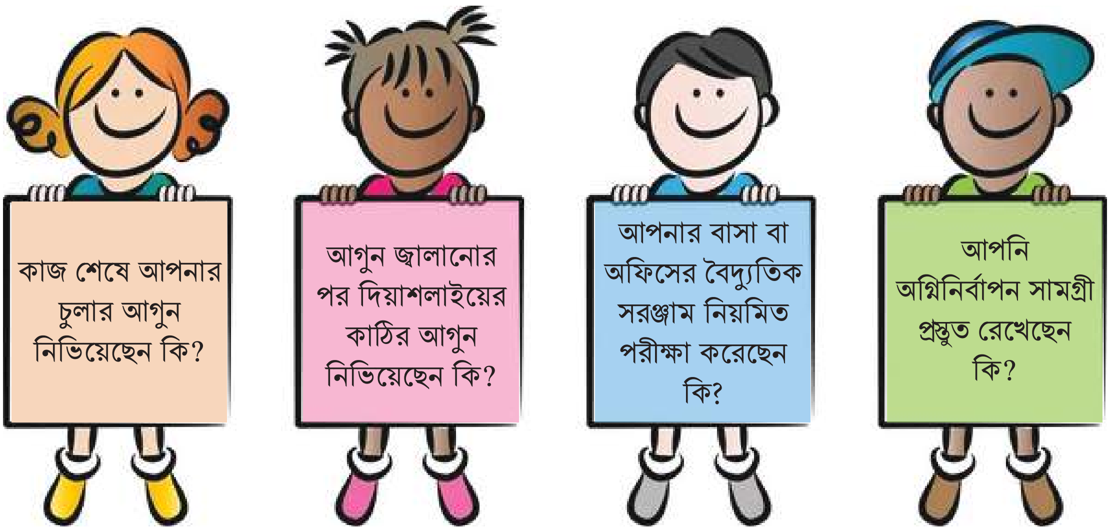

গ) উপরের দেওয়া সতর্কতামূলক নির্দেশনাগুলো পড়ি এবং অগ্নিকাণ্ড না ঘটার জন্য আমরা পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কী কী পদক্ষেপ নিতে পারি তা নিচের ছকে লিখি।

ক্রমিক	অগ্নিকাণ্ড না ঘটার জন্য পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ
১.	রান্নার পর চুলার আগুন সম্পূর্ণভাবে নিভাতে হবে।
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

গাজীপুরের টঙ্গী বস্তিতে আগুন লাগে। আগুনের আতঙ্কে বস্তির মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। স্থানীয়রা আগুন নিভানোর চেষ্টা করে। কেউ ফায়ার সার্ভিসে ফোন করে সাহায্য চায়। অল্প সময়ের মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন হাজির হন। অগ্নিনির্বাপণকর্মীদের দুই ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ইতোমধ্যে শতাধিক বসতঘর ও মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় একজন বৃদ্ধা নিহত হন ও দুজন শিশু দগ্ধ হয়। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। বস্তির সাথে লাগানো একটি মুদিদোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারো ঘরের একটা ছাগল ও কয়েকটি হাঁস-মুরগির পোড়া মৃতদেহ পড়ে আছে। আশপাশে থাকা কিছু গাছ পুড়ে যায়। বস্তির পাশ দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আশপাশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বসতঘর হারানো মানুষগুলো সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। সরকারি ও স্থানীয়দের সহায়তায় প্রাথমিকভাবে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করতে স্থানীয় ও সরকারের পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ঘ) উপরের ঘটনাটি পড়ে অগ্নিকাণ্ডের ফলে কী কী সামাজিক প্রভাবের সৃষ্টি হয়েছে তার তালিকা নিচের ছকে তৈরি করি।

ক্রমিক	অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট সামাজিক প্রভাব
১.	বসতঘর পুড়ে যাওয়াতে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে রাস্তায় রাত্রিযাপন করতে হয়েছে
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

২০২৬

২ ঘূর্ণিঝড়জনিত জরুরি পরিস্থিতি ও সামাজিক প্রভাব

ছবি-১

ছবি-২

ক) ছবি দুটি পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

ছবি	প্রশ্ন	উত্তর
ছবি-১	১. ছবিতে কী করা হচ্ছে?	
	২. কাজটি কেন করা হয়েছে?	
	৩. কখন এমন কাজ করা হয়?	
ছবি-২	১. ছবিটি কীসের?	
	২. কখন এমন ধ্বংসলীলা হয়?	
	৩. এর ফলে কী কী সমস্যার তৈরি হয়?	

তাসিন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার একজন ছাত্র। সে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। একদিন টেলিভিশনে ঘূর্ণিঝড়ের বিপদসংকেত শুনে সে মা-বাবাকে জানায়। ঘূর্ণিঝড় শুরুর আগে তারা আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যাওয়ার আগে পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে মা চুলার আগুন নিভালেন। মোবাইলে চার্জ দিলেন। বিদ্যুৎ-সংযোগের মেইন সুইচ বন্ধ করলেন। ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখলেন। তাসিনের বাবা গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি নিরাপদ জায়গায় রাখলেন। তাসিন তার বই, খাতা, কলম ইত্যাদি ব্যাগে ভরে রাখল।

তারা জমির দলিল ও অন্যান্য জরুরি কাগজপত্র পানি-নিরোধক কৌটায় ভরলেন। প্রয়োজনীয় মালামাল, শুকনো খাবার, টর্চলাইট, মোমবাতি, ওষুধ, খাওয়ার পানি, কাপড়, বইয়ের ব্যাগ সাথে নিলেন। তারপর সবাই একসাথে আশ্রয়কেন্দ্রে গেলেন। সেখানে গ্রামের আরও অনেক পরিবার আছে। সবাই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সেখানে অবস্থান করছেন। নিজেদের সাথে নেওয়া জিনিসপত্র খেয়াল রাখলেন। নিজেদের শুকনো খাবার খেলেন ও নিরাপদ পানি পান করলেন। তাসিন একাকী কোথাও যায়নি। বড়োদের কথা মেনে পরিবারের সদস্যদের সাথে থেকেছে।

খ) উপরের ঘটনাটি পড়ে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে আমি কী কী কাজ করব এবং আশ্রয়কেন্দ্রে আমার করণীয় কাজ নিচের ছকে লিখি।

ক্রমিক	ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বপ্রস্তুতিমূলক আমার করণীয়
১.	জিনিসপত্র নিরাপদ স্থানে রাখব
২.	
৩.	
৪.	

ক্রমিক	আশ্রয়কেন্দ্রে আমার করণীয়
১.	প্রয়োজন ছাড়া কক্ষের বাহিরে যাব না
২.	
৩.	
৪.	

ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাত উপকূলবাসী আজও ভুলতে পারে না

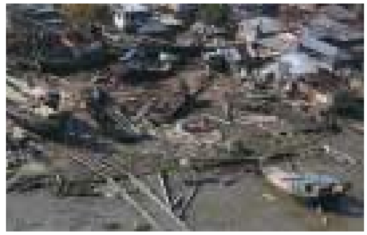

২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী এক ঘূর্ণিঝড়ের নাম ছিল সিডর। এ ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণ হারান অনেক মানুষ । নিখোঁজ হন অনেকে। অগণিত মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েন। গাছপালা, মোবাইল টাওয়ার, বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে লন্ডভন্ড হয়ে যায়। মোবাইল নেটওয়ার্ক ও সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু, বন্য প্রাণী পানিতে ভেসে যায়। পানীয় জলের তীব্র অভাব দেখা দেয়।

জলোচ্ছ্বাসের কারণে ফসলের মাঠে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে। লবণাক্ততার জন্য কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। কাজের সুযোগ হারিয়ে অনেকে পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। কাজের খোঁজে কেউ কেউ এলাকা ছেড়ে শহরে পাড়ি দেন। এই প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের প্রথম ঝাপটা গিয়েছে সুন্দরবনের উপর দিয়ে। সুন্দরবনের কারণে ব্যাপক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে উপকূলী অঞ্চল।

গ) উপরের লেখাটি পড়ে ঘূর্ণিঝড় সিডরের ফলে সৃষ্ট সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত করে নিচের ছকে লিখি।

ক্রমিক	ঘূর্ণিঝড়ের সামাজিক প্রভাবসমূহ
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

ঘ) শিক্ষার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে একদল ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বপ্রস্তুতির ও অন্যদল ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী করণীয়ের উপর মহড়া দেবে।

অনুশীলনী

ক. সত্য হলে তার পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে তার পাশে 'মি' লেখো।

১. সতর্কতা ও সচেতনতা অগ্নিকাণ্ড রোধের প্রধান উপায়।

২. লবণাক্ততার কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয় না।

৩. অগ্নিনির্বাপণ সামগ্রী শুধু ফায়ার সার্ভিসের অধীনে থাকবে।

৪. ঘূর্ণিঝড় শুরুর আগে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া উচিত।

খ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের শব্দ মিল করো।

বাম পাশ	ডান পাশ
অসচেতনভাবে মশার কয়েল ব্যবহার	ঘূর্ণিঝড়
১০ নম্বর বিপদসংকেত	ভূমিকম্প
কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়	অগ্নিকাণ্ড
	দুর্ভিক্ষ
	লবণাক্ততা

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অগ্নিকাণ্ডের ফলে কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে?

২. জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এমন কয়েকটি দুর্যোগের নাম লেখো।

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অগ্নিকাণ্ড রোধে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করবে তা বর্ণনা করো।

২. কী কী কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে?

৩. ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদ জেনে কী ধরনের পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করবে তা বর্ণনা করো।

শব্দভান্ডার

পরিবেশবান্ধব	— পরিবেশের ক্ষতি করে না এমন
সৌরশক্তি	— সূর্যের আলো থেকে আহরিত শক্তি
ভূগর্ভস্থ	— পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত
অর্থনৈতিক	— অর্থনীতি-সংক্রান্ত
ভূমিধস	— পাহাড়ের মাটি বা পাথর ধসে পড়া
নগরায়ণ	— শহরের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা
উন্নয়ন	— উন্নতিসাধন
জুমচাষ	— পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদ-পদ্ধতি
নাপ্পি	— বিভিন্ন প্রকার মাছের মণ্ড যা রান্নায় ব্যবহার করা হয়
জীবিকা	— কোনো পেশার মাধ্যমে জীবনধারণ
প্রাদেশিক	— প্রদেশ-সম্পর্কিত
কেন্দ্রীয় সরকার	— সমগ্র দেশের মূল সরকার
বৈষম্য	— অসমতা
গণ-অভ্যুত্থান	— গণজাগরণ
ভৌগোলিক	— ভূগোল-সম্পর্কিত
রেইন ফরেস্ট	— প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ঘন বন
প্রবাসী	— নিজ দেশ ভিন্ন অন্য দেশে বাস করেন এমন ব্যক্তি
জলবিদ্যুৎ	— পানির প্রবাহকে ব্যবহার করে উৎপাদিত বিদ্যুৎ
সেচ প্রকল্প	— কৃষি জমিতে পানি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থা
কর্মসংস্থান	— কাজের সুযোগ সৃষ্টি
পর্যটন	— বিনোদনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ
শোধনাগার	— যেখানে কোনো জিনিস বিশুদ্ধ করা হয়
সংখ্যাগরিষ্ঠ	— সংখ্যায় বেশি এমন
স্বায়ত্তশাসন	— স্বশাসন যা স্বশাসিত অঞ্চলকে বুঝায়
ব-দ্বীপ	— নদীর মোহনায় পলি জমাকৃত স্থলভূমি
সততা	— মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়া
স্বচ্ছতা	— তথ্য গোপন না করে যথাযথভাবে প্রকাশ করা
বৈরী	— প্রতিকূল
জনশুমারি	— নির্দিষ্ট সময় পরপর দেশের জনসংখ্যা গণনা করার প্রক্রিয়া
সাক্ষর	— অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই বইয়ে গুগলের মুক্ত উৎস থেকে কিছু লেখা ও ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। আমরা এসব উৎস থেকে নেওয়া দেশি-বিদেশি লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য, চতুর্থ শ্রেণি–বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

গাছ আমাদের পরম বন্ধু।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য